চতুর্থ অধ্যায়

সতীর দেহত্যাগ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

এতাবদুক্ত্বা বিররাম শঙ্করঃ
পত্ন্যঙ্গনাশং হ্যভয়ত্র চিন্তয়ন্ ।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ পরিশঙ্কিতা ভবা-
ন্নিষ্ক্রামতী নির্বিশতী দ্বিধাস সা ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **এতাবৎ**—এতখানি; **উক্ত্বা**—বলে; **বিররাম**—নীরব হলেন; **শঙ্করঃ**—শিব; **পত্নী-অঙ্গ-নাশম্**—তাঁর পত্নীর দেহের বিনাশ; **হি**—যেহেতু; **উভয়ত্র**—উভয় ক্ষেত্রে; **চিন্তয়ন্**—বুঝতে পেরে; **সুহৃৎ-দিদৃক্ষুঃ**—তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করতে অত্যন্ত উৎসুক; **পরিশঙ্কিতা**—ভয়ভীতা হয়ে; **ভবাৎ**—শিবের; **নিষ্ক্রামতী**—বহির্গত হয়ে; **নির্বিশতী**—প্রবেশ করে; **দ্বিধা**—দ্বিধা; **আস**—ছিলেন; **সা**—তিনি (সতী)।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—দ্বিধাগ্রস্ত সতীকে এইভাবে উপদেশ দিয়ে শিব নীরব হলেন। সতী তাঁর পিতৃগৃহে আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি শিবের সাবধান বাণীতেও ভয়ভীতা হয়েছিলেন। দোদুল্যমান চিত্তে তিনি একবার গৃহ থেকে নির্গত হয়ে পর মুহূর্তে আবার গৃহে প্রবেশ করছিলেন।

তাৎপর্য

সতী তাঁর পিতৃগৃহে যাবেন, না তাঁর পতি শিবের আদেশ পালন করবেন, সেই চিন্তায় তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। এই দ্বন্দ্ব এতই প্রবল হয়েছিল যে, তিনি কখনও ঘরের বাইরে এবং কখনও ঘরের ভিতরে যাতায়াত করছিলেন। তিনি ঘড়ির দোলকের মতো দোদুল্যমান হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

সুহৃদ্দিদৃক্ষাপ্রতিঘাতদুর্মনাঃ
স্নেহাদ্রুদত্যশ্রুকলাতিবিহ্বলা ।
ভবং ভবান্যপ্রতিপূরুষং রুষা
প্রধক্ষ্যতীবৈক্ষত জাতবেপথুঃ ॥ ২ ॥

সুহৃৎ-দিদৃক্ষা—আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করার বাসনায়; **প্রতিঘাত**—প্রতিহত হয়ে; **দুর্মনাঃ**—বিষণ্ণ হয়ে; **স্নেহাৎ**—স্নেহের বশে; **রুদতী**—ক্রন্দন করে; **অশ্রু-কলা**—অশ্রুবিন্দুর দ্বারা; **অতিবিহ্বলা**—অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে; **ভবম্**—শিব; **ভবানী**—সতী; **অপ্রতি-পূরুষম্**—অদ্বিতীয়; **রুষা**—ক্রোধভরে; **প্রধক্ষ্যতী**—ভস্ম করতে; **ইব**—যেন; **ঐক্ষত**—দৃষ্টিপাত করেছিলেন; **জাত-বেপথুঃ**—কম্পিত কলেবরে।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর পিতার গৃহে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দর্শনের বাসনায় ব্যাঘাত হওয়ার ফলে, সতী অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন, এবং তাঁদের প্রতি প্রেমাতিশয্যবশত তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল। অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে তিনি কাঁপতে লাগলেন এবং ক্রোধভরে তাঁর অসমোর্ধ্ব পতি শিবের প্রতি এমনভাবে তাকিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর সেই ক্রোধাগ্নির দ্বারা তাঁকে ভস্ম করে ফেলবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ব্যবহৃত *অপ্রতিপূরুষম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যাঁর সমান কেউ নেই'। এই জড় জগতে সমদর্শিতার ব্যাপারে শিবের সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর পত্নী সতী জানতেন যে, তাঁর পতি সকলের প্রতি সমদর্শী, তা হলে কেন তিনি তাঁর পত্নীর প্রতি এত নির্দয় হয়েছিলেন যে, তাঁকে তাঁর পিতৃগৃহে যেতে অনুমতি দিচ্ছিলেন না? তার ফলে তিনি অসহনীয় বেদনা অনুভব করেছিলেন, এবং তিনি এমনভাবে তাঁর পতির প্রতি তাকিয়েছিলেন যে, মনে হচ্ছিল যেন তিনি তাঁকে ভস্ম করে ফেলবেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শিব যেহেতু *আত্মা* (শিব মানে আত্মাও), তা এখানে ইঙ্গিত করে যে, সতী আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। *অপ্রতিপূরুষ* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে 'যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী'। শিবের অনুমতি না পাওয়ার ফলে, স্ত্রীর অন্তিম অস্ত্র রোদনের আশ্রয় সতী অবলম্বন করেছিলেন, যার প্রভাবে পত্নীর প্রস্তাব গ্রহণে পতি বাধ্য হয়।

শ্লোক ৩

ততো বিনিঃশ্বস্য সতী বিহায় তং
শোকেন রোষেণ চ দূয়তা হৃদা ।
পিত্রোরগাৎস্ত্রৈণবিমূঢ়ধীর্গৃহান্
প্রেম্নাত্মনো যোঽর্ধমদাৎসতাং প্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥

ততঃ—তখন; **বিনিঃশ্বস্য**—দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে; **সতী**—সতী; **বিহায়**—ত্যাগ করে; **তম্**—তাঁকে (শিবকে); **শোকেন**—শোকের দ্বারা; **রোষেণ**—ক্রোধের দ্বারা; **চ**—এবং; **দূয়তা**—বিহ্বল হয়ে; **হৃদা**—হৃদয়ে; **পিত্রোঃ**—তাঁর পিতার; **অগাৎ**—গিয়েছিলেন; **স্ত্রৈণ**—তাঁর স্ত্রীসুলভ স্বভাবের বশে; **বিমূঢ়**—মোহিত হয়ে; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **গৃহান্**—গৃহে; **প্রেম্না**—প্রেমের বশে; **আত্মনঃ**—তাঁর শরীরের; **যঃ**—যিনি; **অর্ধম**—অর্ধ; **অদাৎ**—দিয়েছিলেন; **সতাম্**—সাধুদের; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়।

অনুবাদ

তার পর সতী তাঁর পতি, যিনি প্রেমের বশে তাঁকে তাঁর অর্ধাঙ্গ প্রদান করেছিলেন, সেই শিবকে পরিত্যাগ করে, ক্রোধ এবং শোকের ফলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে তাঁর পিতার গৃহে গমন করেছিলেন। দুর্বল স্ত্রীস্বভাববশত তিনি এই প্রকার নির্বোধের মতো আচরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক বিচারধারা অনুসারে, পতি তাঁর দেহের অর্ধাংশ পত্নীকে দান করেন, এবং পত্নী তাঁর দেহের অর্ধাংশ পতিকে দান করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পত্নীবিহীন পতি এবং পতিবিহীন পত্নী অপূর্ণ। শিব এবং সতীর মধ্যে বৈদিক বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, কিন্তু কখনও কখনও দুর্বলতাবশত, স্ত্রী তাঁর পিতৃ-গৃহের সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েন, এবং সতীর ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সতী তাঁর স্ত্রীসুলভ দুর্বলতাবশত শিবের মতো মহান পতিকে তিনি ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পতি-পত্নীর সম্পর্কের মাঝেও স্ত্রীসুলভ দুর্বলতা থাকে। সাধারণত, স্ত্রীর দুর্বলতার ফলেই পতি-পত্নীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। স্ত্রীর পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে পতির আদেশ পালন করা। তার ফলে পারিবারিক জীবন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কখনও কখনও পতি-পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, যেমন শিব এবং

সতীর পরম পবিত্র সম্পর্কের মধ্যেও হয়েছিল, কিন্তু এই প্রকার ভুল বোঝাবুঝির ফলে, পত্নীর কখনই পতির আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যাওয়া উচিত নয়। তিনি যদি তা করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার কারণ হচ্ছে তাঁর স্ত্রীসুলভ দুর্বলতা।

শ্লোক ৪

তামন্বগচ্ছন্ দ্রুতবিক্রমাং সতী-
মেকাং ত্রিনেত্রানুচরাঃ সহস্রশঃ ।
সপার্ষদযক্ষা মণিমন্মদাদয়ঃ
পুরোবৃষেন্দ্রাস্তরসা গতব্যথাঃ ॥ ৪ ॥

তাম্—তাঁর (সতী); **অন্বগচ্ছন্**—অনুগমন করেছিলেন; **দ্রুত-বিক্রমাম্**—দ্রুত গতিতে প্রস্থানকারী; **সতীম্**—সতী; **একাম্**—একাকী; **ত্রি-নেত্র**—শিবের (যাঁর তিনটি চক্ষু); **অনুচরাঃ**—অনুগামীগণ; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **সপার্ষদ-যক্ষাঃ**—তাঁর পার্ষদবর্গ এবং যক্ষগণ সহ; **মণিমৎ-মদ-আদয়ঃ**—মণিমান, মদ ইত্যাদি; **পুরঃ-বৃষ-ইন্দ্রাঃ**—বৃষেন্দ্র নন্দীকে সম্মুখে নিয়ে; **তরসা**—দ্রুত গতিতে; **গত-ব্যথাঃ**—নির্ভীক।

অনুবাদ

মণিমান, মদ আদি শিবের হাজার হাজার অনুচরেরা এবং যক্ষ পার্ষদেরা যখন দেখলেন যে, সতী একাকিনী দ্রুত গতিতে প্রস্থান করছেন, তখন তাঁরা বৃষেন্দ্র নন্দীকে অগ্রে করে সতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন।

তাৎপর্য

সতী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গমন করছিলেন যাতে তাঁর পতি তাঁকে বাধা দিতে না পারেন, কিন্তু যক্ষ, মণিমান, মদ প্রমুখ শিবের শত-সহস্র অনুচরেরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। এই শ্লোকে *গতব্যথাঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নির্ভয়ে'। সতী একলা যেতে ভয় পাননি; তাই তিনি ছিলেন প্রায় নির্ভীক। এখানে *অনুচরাঃ* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, শিবের শিষ্যেরা তাঁর জন্য সব কিছু উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা সকলেই শিবের মনোভাব জানতেন, যিনি চাননি যে, সতী একাকী তাঁর পিতৃগৃহে গমন করুন। *অনুচরাঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যাঁরা তাঁদের প্রভুর উদ্দেশ্য সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন'।

শ্লোক ৫

তাং সারিকাকন্দুকদর্পণাম্বুজ-
শ্বেতাতপত্রব্যজনস্রগাদিভিঃ ।
গীতায়নৈর্দুন্দুভিশঙ্খবেণুভি-
র্বৃষেন্দ্রমারোপ্য বিটঙ্কিতা যযুঃ ॥ ৫ ॥

তাম্—তাঁর (সতীর); **সারিকা**—পালিত পক্ষী; **কন্দুক**—খেলার গোলক; **দর্পণ**—দর্পণ; **অম্বুজ**—পদ্মফুল; **শ্বেত-আতপত্র**—শ্বেত ছত্র; **ব্যজন**—চামর; **স্রক্**—মালা; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **গীতা-অয়নৈঃ**—সঙ্গীত সহকারে; **দুন্দুভি**—দুন্দুভি; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **বেণুভিঃ**—বংশী; **বৃষ-ইন্দ্রম্**—বৃষের পৃষ্ঠে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **বিটঙ্কিতাঃ**—সজ্জিত; **যযুঃ**—তাঁরা গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

শিবের অনুচররা সতীকে বৃষের উপর বসিয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর পোষা পাখিটি দিয়েছিলেন। তাঁরা কমল, দর্পণ, ইত্যাদি তাঁর উপভোগের সমস্ত সামগ্রীগুলি নিয়েছিলেন এবং তাঁর মাথার উপর একটি বিশাল চন্দ্রাতপ টাঙিয়েছিলেন। দুন্দুভি, শঙ্খ, বেণু ইত্যাদি সহকারে তাঁরা তাঁর সঙ্গে গমন করেছিলেন, এবং তাঁদের সেই যাত্রাকে এক অতি আড়ম্বরপূর্ণ রাজকীয় শোভাযাত্রার মতো মনে হয়েছিল।

শ্লোক ৬

আব্রহ্মঘোষোর্জিতযজ্ঞবৈশসং
বিপ্রর্ষিজুষ্টং বিবুধৈশ্চ সর্বশঃ ।
মৃদ্দার্বয়ঃকাঞ্চনদর্ভচর্মভি-
র্নিসৃষ্টভাণ্ডং যজনং সমাবিশৎ ॥ ৬ ॥

আ—সমস্ত দিক থেকে; **ব্রহ্ম-ঘোষ**—বৈদিক মন্ত্রের ধ্বনির দ্বারা; **ঊর্জিত**—সজ্জিত; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **বৈশসম্**—পশুবলি; **বিপ্রর্ষি-জুষ্টম্**—সমবেত মহর্ষিদের দ্বারা; **বিবুধৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **চ**—এবং; **সর্বশঃ**—সর্ব দিকে; **মৃৎ**—মাটি; **দারু**—কাঠ; **অয়ঃ**—লৌহ; **কাঞ্চন**—স্বর্ণ; **দর্ভ**—কুশ ঘাস; **চর্মভিঃ**—চর্ম; **নিসৃষ্ট**—নির্মিত; **ভাণ্ডম্**—যজ্ঞের পশু এবং ভাণ্ড; **যজনম্**—যজ্ঞ; **সমাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

সতী যখন তাঁর পিতৃগৃহে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছিল, এবং সেই যজ্ঞস্থলে তখন সকলে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। সেখানে মহর্ষিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও দেবতাগণ সমবেত হয়েছিলেন, এবং যজ্ঞের জন্য সেখানে বহু পশু রাখা হয়েছিল, এবং মৃত্তিকা, লৌহ, স্বর্ণ, কাষ্ঠ, কুশ ও চর্মনির্মিত ভাণ্ডসমূহ সাজানো হয়েছিল।

তাৎপর্য

বিদ্বান ঋষি এবং ব্রাহ্মণেরা যখন সমবেত হয়ে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন তাঁদের কেউ কেউ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হন। তাই কোন কোন ঋষি এবং ব্রাহ্মণেরা তর্ক করছিলেন, এবং অন্যেরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন, তার ফলে সমগ্র পরিবেশ দিব্য শব্দ-তরঙ্গে পূর্ণ হয়েছিল। এই দিব্য ধ্বনি সরলরূপ প্রাপ্ত হয়ে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই অপ্রাকৃত শব্দ-তরঙ্গের রূপ গ্রহণ করেছে। এই যুগে মানুষেরা অত্যন্ত অলস, মন্দমতি এবং মন্দভাগ্য হওয়ার ফলে, বৈদিক জ্ঞানের উন্নত উপলব্ধি লাভের যোগ্য নয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (১১/৫/৩২) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* । বর্তমান সময়ে জনসাধারণের দারিদ্র্যগ্রস্ত অবস্থার জন্য এবং বৈদিক মন্ত্রের জ্ঞানের অভাবের জন্য যজ্ঞের সামগ্রী সংগ্রহ করা অসম্ভব, তাই এই যুগের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যেন একত্রিত হয়ে পার্ষদ-পরিবৃত পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে। পরোক্ষভাবে তা নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আদি পার্ষদ সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে এই যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পন্থা।

এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্ব হচ্ছে যে, সেখানে বলি দেওয়ার জন্য পশু সংগ্রহ করা হয়েছিল। যজ্ঞে সেই সমস্ত পশুদের উৎসর্গ করার অর্থ এই নয় যে, তাদের বধ করা হয়েছিল। সেখানে যে-সমস্ত মহর্ষি এবং তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের উপলব্ধির পরীক্ষা হত পশু বলির মাধ্যমে, ঠিক যেমন আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের আবিষ্কৃত ঔষধের কার্যকারিতা নিরূপণ করার জন্য পশুদের উপর তা পরীক্ষা করে থাকেন। যে-সমস্ত ব্রাহ্মণদের উপর যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ, এবং তাঁদের উপলব্ধি পরীক্ষা করার জন্য যজ্ঞাগ্নিতে বৃদ্ধ

পশু উৎসর্গ করে তাদের পুনরুজ্জীবিত করা হত। এইভাবে বৈদিক মন্ত্রের পরীক্ষা করা হত। পশুদের হত্যা করে আহার করার জন্য সেখানে পশুদের সংগ্রহ করা হয়নি। পশুহত্যা করা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না, পক্ষান্তরে উৎসর্গীকৃত পশুকে নবজীবন দান করে বৈদিক মন্ত্রের পরীক্ষা করা হত। বৈদিক মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য পশুদের ব্যবহার করা হত, মাংসের জন্য নয়।

শ্লোক ৭

তামাগতাং তত্র ন কশ্চনাদ্রিয়দ্
বিমানিতাং যজ্ঞকৃতো ভয়াজ্জনঃ ।
ঋতে স্বসৃর্বৈ জননীং চ সাদরাঃ
প্রেমাশ্রুকণ্ঠ্যঃ পরিষস্বজুর্মুদা ॥ ৭ ॥

তাম্—তাঁকে (সতীকে); **আগতাম্**—সমাগতা; **তত্র**—সেখানে; **ন**—না; **কশ্চন**—কেউ; **আদ্রিয়ৎ**—স্বাগত জানালেন; **বিমানিতাম্**—শ্রদ্ধা প্রাপ্ত না হয়ে; **যজ্ঞ-কৃতঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীর (দক্ষের); **ভয়াৎ**—ভয়ে; **জনঃ**—ব্যক্তি; **ঋতে**—ব্যতীত; **স্বসৃঃ**—তাঁর ভগ্নীগণ; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **জননীম্**—মাতা; **চ**—এবং; **স-আদরাঃ**—আদরের সঙ্গে; **প্রেম-অশ্রু-কণ্ঠ্যঃ**—প্রেমাশ্রুর দ্বারা যাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে; **পরিষস্বজুঃ**—আলিঙ্গন করেছিলেন; **মুদা**—হর্ষোৎফুল্ল বদনে।

অনুবাদ

সতী যখন তাঁর অনুচরদের সঙ্গে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন, তখন দক্ষের ভয়ে কেউই তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন না। কিন্তু তাঁর মাতা এবং ভগ্নীরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে এবং হর্ষোৎফুল্ল বদনে তাঁকে সস্নেহে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং অত্যন্ত মধুর বচনে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যাঁরা সতীকে সাদরে সম্ভাষণ করেননি, সতীর মাতা এবং ভগিনীরা তাঁদের অনুসরণ করেননি। স্বাভাবিক প্রীতিবশত তাঁরা তৎক্ষণাৎ অশ্রুপূর্ণ নয়নে এবং প্রেমানুভূতি সহকারে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, রমণীরা স্বভাবতই কোমল হৃদয়সম্পন্না; তাঁদের ভালবাসার স্বাভাবিক প্রবণতা কৃত্রিম উপায়ে রোধ করা যায় না। যদিও সেখানে সমবেত পুরুষেরা ছিলেন অতি বিদ্বান ব্রাহ্মণ এবং

দেবতা, তবুও তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ দক্ষের ভয়ে তাঁরা ভীত ছিলেন, এবং যেহেতু তাঁরা জানতেন যে, সতীকে স্বাগত জানালে দক্ষ তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন, তাই তাঁরা অন্তরে তাঁকে স্বাগত জানাতে চাইলেও, তা করতে পারেননি। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই কোমল হৃদয়সম্পন্না, কিন্তু পুরুষেরা কখনও কখনও অত্যন্ত কঠোর হৃদয়সম্পন্ন হতে পারেন।

শ্লোক ৮

সৌদর্যসম্প্রশ্নসমর্থবার্তয়া
মাত্রা চ মাতৃষ্বসৃভিশ্চ সাদরম্ ।
দত্তাং সপর্যাং বরমাসনং চ সা
নাদত্ত পিত্রাপ্রতিনন্দিতা সতী ॥ ৮ ॥

সৌদর্য—তাঁর ভগ্নীদের; **সম্প্রশ্ন**—সম্ভাষণ; **সমর্থ**—উপযুক্ত; **বার্তয়া**—কুশল প্রশ্ন; **মাত্রা**—তাঁর মাতার; **চ**—এবং; **মাতৃ-ষ্বসৃভিঃ**—মাতৃষ্বসাদের; **চ**—এবং; **স-আদরম্**—আদর সহকারে; **দত্তাম্**—যা প্রদত্ত হয়েছিল; **সপর্যাম্**—পূজা; **বরম্**—উপহার; **আসনম্**—আসন; **চ**—এবং; **সা**—তিনি (সতী); **ন আদত্ত**—গ্রহণ করেননি; **পিত্রা**—তাঁর পিতার; **অপ্রতিনন্দিতা**—অনাদৃতা; **সতী**—সতী।

অনুবাদ

যদিও তাঁর ভগ্নী এবং মাতা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সতী তাঁদের স্বাগত বচনের কোন উত্তর দেননি, এবং যদিও তাঁকে আসন ও উপহার প্রদান করা হয়েছিল, তিনি সেগুলির কোনটিই গ্রহণ করেননি, কারণ তাঁর পিতা তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলেননি এবং কুশল প্রশ্নের দ্বারা তাঁকে স্বাগত জানাননি।

তাৎপর্য

সতী তাঁর ভগ্নী এবং মাতার প্রদত্ত সম্ভাষণ গ্রহণ করেননি, কারণ তাঁর পিতার নীরবতায় তিনি একটুও সন্তুষ্ট হননি। সতী ছিলেন দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা, এবং তিনি জানতেন যে, তিনি ছিলেন তাঁর অতি প্রিয়। কিন্তু এখন, শিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ফলে, দক্ষ তাঁর কন্যার প্রতি তাঁর সমস্ত স্নেহ বিস্মৃত হয়েছেন, এবং তা সতীকে গভীরভাবে ব্যথাতুর করেছিল। দেহাত্মবুদ্ধি মানুষকে এমনভাবে কলুষিত করে যে, অতি অল্প উত্তেজনার ফলে, প্রেম এবং স্নেহের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। দেহের সম্পর্ক এতই ক্ষণস্থায়ী যে, অল্প একটু মনোমালিন্যের ফলে স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।

শ্লোক ৯

অরুদ্রভাগং তমবেক্ষ্য চাধ্বরং
পিত্রা চ দেবে কৃতহেলনং বিভৌ ।
অনাদৃতা যজ্ঞসদস্যধীশ্বরী
চুকোপ লোকানিব ধক্ষ্যতী রুষা ॥ ৯ ॥

অরুদ্র-ভাগম্—শিবের যজ্ঞভাগ না থাকায়; **তম্**—সেই; **অবেক্ষ্য**—দর্শন করে; **চ**—এবং; **অধ্বরম্**—যজ্ঞস্থল; **পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **চ**—এবং; **দেবে**—শিবকে; **কৃত-হেলনম্**—অবহেলা করে; **বিভৌ**—প্রভুকে; **অনাদৃতা**—অনাদর করার ফলে; **যজ্ঞ-সদসি**—যজ্ঞ-সভায়; **অধীশ্বরী**—সতী; **চুকোপ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; **লোকান্**—চতুর্দশ ভুবন; **ইব**—যেন; **ধক্ষ্যতী**—দগ্ধ করতে; **রুষা**—ক্রোধের দ্বারা।

অনুবাদ

যজ্ঞস্থলে গিয়ে সতী দেখলেন যে, তাঁর পতি শিবকে কোন যজ্ঞভাগ দেওয়া হয়নি। তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিবকে তাঁর পিতা যজ্ঞে আমন্ত্রণ না করে কেবল অবজ্ঞাই করেননি, অধিকন্তু তাঁর মহীয়সী পত্নীকেও অনাদর করেছেন। তার ফলে তিনি এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পিতার প্রতি এমনভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন যেন তিনি তাঁকে ভস্ম করে ফেলবেন।

তাৎপর্য

বৈদিক মন্ত্র *স্বাহা* উচ্চারণ করে যখন অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করা হয়, তখন ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু সহ সমস্ত দেবতা, ঋষিগণ এবং পিতৃদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই প্রথা অনুসারে যাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, তাঁদের মধ্যে শিব একজন, কিন্তু সতী সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখেছিলেন যে, *নমঃ শিবায় স্বাহা* মন্ত্র উচ্চারণ করে ব্রাহ্মণেরা শিবের উদ্দেশ্যে আহুতি দেননি। তিনি নিজের জন্য কোন রকম দুঃখ অনুভব করেননি, কারণ তিনি নিমন্ত্রিত না হলেও তাঁর পিতার গৃহে আসতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তিনি দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর পতিকে সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে কি না। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, মাতা এবং ভগ্নীদের দর্শন করা ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; এমন কি তাঁর মাতা এবং ভগ্নীগণ যখন তাঁকে স্নেহভরে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তখন তিনি তার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেননি, কিন্তু যে বিষয় তাঁকে সব চাইতে বিচলিত করেছিল তা হচ্ছে যে, সেই যজ্ঞে তাঁর পতিকে অপমান

করা হয়েছিল। তা দর্শন করে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং তিনি এমনভাবে তাঁর পিতা দক্ষের দিকে তাকিয়েছিলেন যে, মনে হচ্ছিল যেন তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে দক্ষ ভস্মীভূত হয়ে যাবেন।

শ্লোক ১০

জগর্হ সামর্ষবিপন্নয়া গিরা
শিবদ্বিষং ধূমপথশ্রমস্ময়ম্ ।
স্বতেজসা ভূতগণান্ সমুত্থিতান্
নিগৃহ্য দেবী জগতোঽভিশৃণ্বতঃ ॥ ১০ ॥

জগর্হ—নিন্দা করতে লাগলেন; **সা**—তিনি; **অমর্ষ-বিপন্নয়া**—ক্রোধের ফলে অস্পষ্ট; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **শিব-দ্বিষম্**—শিবের শত্রু; **ধূম-পথ**—যজ্ঞে; **শ্রম**—কষ্টের দ্বারা; **স্ময়ম্**—অত্যন্ত গর্বিত; **স্ব-তেজসা**—তাঁর আদেশের দ্বারা; **ভূত-গণান্**—ভূতদের; **সমুত্থিতান্**—প্রস্তুত হয়েছিল (দক্ষকে মারার জন্য); **নিগৃহ্য**—নিবারণ করে; **দেবী**—সতী; **জগতঃ**—সকলের উপস্থিতিতে; **অভিশৃণ্বতঃ**—শোনা গিয়েছিল।

অনুবাদ

শিবের অনুচর ভূতেরা দক্ষকে আঘাত করতে অথবা হত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সতী তাদের নিবৃত্ত হওয়ার আদেশ দেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ণ হয়েছিলেন, এবং তখন তিনি কর্ম-মার্গে যজ্ঞ-পন্থার নিন্দা এবং যাঁরা সেই অর্থহীন ও কষ্টকর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে অত্যন্ত গর্বোদ্ধত হয়, তাঁদের ভর্ৎসনা করতে শুরু করেছিলেন। তিনি বিশেষ করে সকলের সমক্ষে তাঁর পিতার নিন্দা করেছিলেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করা, যাঁর একটি নাম হচ্ছে যজ্ঞেশ, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। *ভগবদ্গীতায়ও* (৫/২৯) এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান বলেছেন, *ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাম্* । তিনিই হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের প্রকৃত ভোক্তা। সেই তত্ত্ব না জানার ফলে, মূর্খ মানুষেরা কোন জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে। দক্ষের মতো ব্যক্তিরা এবং তাঁদের অনুগামীরা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ব্যক্তিগত জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে

যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। সেই প্রকার যজ্ঞকে এখানে অর্থহীন পরিশ্রম বলে নিন্দা করা হয়েছে। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে। কেউ বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান অথবা সকাম কর্ম সম্পাদন করতে পারেন, কিন্তু সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের ফলে যদি শ্রীবিষ্ণুর প্রতি আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে সেইগুলি কেবল পণ্ডশ্রম। বিষ্ণুর প্রতি যাঁর প্রেমের উদয় হয়েছে, তিনি অবশ্যই বিষ্ণুর ভক্তদের প্রতিও প্রীতি এবং শ্রদ্ধাপরায়ণ হবেন। শিবকে বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ* । তাই সতী যখন দেখেছিলেন যে, তাঁর পিতা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন, কিন্তু ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত শিবের প্রতি তাঁর কোন রকম শ্রদ্ধা নেই, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এই আচরণ যথাযথ; যখন বিষ্ণু অথবা বৈষ্ণবের নিন্দা হয়, তখন ক্রুদ্ধ হওয়াই উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি সর্বদা অহিংসা, বিনয় এবং নম্রতার আদর্শ প্রচার করেছেন, নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে অপরাধ করার ফলে জগাই ও মাধাইয়ের প্রতি তিনিও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, এবং তাদের সংহার করতে উদ্যত হন। যখন বিষ্ণু বা কোনও বৈষ্ণবের নিন্দা করা হয় অথবা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত। নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, *ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষি জনে* । আমাদের ক্রোধ রয়েছে, এবং সেই ক্রোধ ভগবান এবং ভগবানের ভক্তদের প্রতি যারা বিদ্বেষী, তাদের প্রতি প্রয়োগ করার ফলে এক মহৎ গুণে পর্যবসিত হয়। কেউ যখন বিষ্ণু অথবা বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ করে, তখন তা সহ্য করা উচিত নয়। তাঁর পিতার প্রতি সতীর ক্রোধ আপত্তিজনক ছিল না, কারণ তিনি তাঁর পিতা হলেও তিনি এক মহান বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ করেছিলেন। তাই তাঁর পিতার প্রতি সতীর ক্রোধ সমর্থনযোগ্য ছিল।

শ্লোক ১১

দেব্যুবাচ

ন যস্য লোকেঽস্ত্যতিশায়নঃ প্রিয়-
স্তথাপ্রিয়ো দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনঃ ।
তস্মিন্ সমস্তাত্মনি মুক্তবৈরকে
ঋতে ভবন্তং কতমঃ প্রতীপয়েৎ ॥ ১১ ॥

দেবী উবাচ—মহাদেবী বললেন; **ন**—না; **যস্য**—যাঁর; **লোকে**—জড় জগতে; **অস্তি**—হয়; **অতিশায়নঃ**—অপ্রতিদ্বন্দ্বী; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **তথা**—তেমনই; **অপ্রিয়ঃ**—

শত্রু; দেহ-ভৃতাম্—দেহধারী; **প্রিয়-আত্মনঃ**—প্রিয়তম; **তস্মিন্**—সেই শিবের প্রতি; **সমস্ত-আত্মনি**—সমস্ত বিশ্বের আত্মা; **মুক্ত-বৈরকে**—যিনি সমস্ত শত্রুতা থেকে মুক্ত; **ঋতে**—বিনা; **ভবন্তম্**—আপনার জন্য; **কতমঃ**—কে; **প্রতীপয়েৎ**—মাৎসর্য-পরায়ণ হবে।

অনুবাদ

দেবী বললেন—শিব সমস্ত জীবের প্রিয়তম। তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। কেউ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় নয়, আবার কেউ তাঁর শত্রুও নয়। আপনি ছাড়া আর কেউই সেই সর্ব প্রকার শত্রুতা থেকে মুক্ত এই প্রকার বিশ্বাত্মার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতে পারে না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) ভগবান বলেছেন, *সমোঽহং সর্ব-ভূতেষু*—"আমি সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী।" শিব পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবতার, তাই তাঁর মধ্যে ভগবানের প্রায় সব ক'টি গুণই রয়েছে। তাই তিনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, কেউই তাঁর শত্রু নয় এবং কেউই তাঁর বন্ধু নয়, কিন্তু যে মাৎসর্য-পরায়ণ, সে শিবের শত্রু হতে পারে। তাই সতী তাঁর পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, "আপনিই কেবল শিবের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হতে পারেন অথবা শত্রু হতে পারেন।" অন্যান্য ঋষিগণ এবং বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা দক্ষের আশ্রিত হলেও শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন না। অতএব দক্ষই কেবল শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতে পারেন। সেটিই ছিল সতীর অভিযোগ।

শ্লোক ১২

দোষান্ পরেষাং হি গুণেষু সাধবো
গৃহ্ণন্তি কেচিন্ন ভবাদৃশো দ্বিজ ।
গুণাংশ্চ ফল্গূন্ বহুলীকরিষ্ণবো
মহত্তমাস্তেষ্ববিদদ্ভবানঘম্ ॥ ১২ ॥

দোষান্—দোষ; **পরেষাম্**—অন্যদের; **হি**—কারণ; **গুণেষু**—গুণের মধ্যে; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **গৃহ্ণন্তি**—গ্রহণ করেন; **কেচিৎ**—কিছু; **ন**—না; **ভবাদৃশঃ**—আপনার মতো; **দ্বিজ**—হে ব্রাহ্মণ; **গুণান্**—গুণ; **চ**—এবং; **ফল্গূন্**—ক্ষুদ্র; **বহুলী-**

করিষ্ণবঃ—ব্যাপকভাবে বর্ধিত করেন; **মহৎ-তমাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; **তেষু**—তাঁদের মধ্যে; **অবিদৎ**—বিদিত হয়েছেন; **ভবান্**—আপনি; **অঘম্**—দোষ।

অনুবাদ

হে দ্বিজ (দক্ষ)! আপনার মতো ব্যক্তিরাই অন্যের গুণের মধ্যে দোষ দর্শন করেন। কিন্তু শিব কেবল অদোষদর্শীই নন, যদি কারও মধ্যে একটুও গুণ থাকে, তা হলে তিনি তা মহৎ বলে প্রশংসা করেন। দুর্ভাগ্যবশত, আপনি সেই প্রকার একজন মহাত্মার দোষ দর্শন করেছেন।

তাৎপর্য

এখানে রাজা দক্ষকে তাঁর কন্যা সতী *দ্বিজ* বলে সম্বোধন করেছেন। *দ্বিজ* বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, এই ধরনের উচ্চ বর্ণের মানুষদের বোঝায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, দ্বিজ কোন সাধারণ মানুষ নন, যিনি সদ্‌গুরুর কাছে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং সৎ ও অসৎ-এর পার্থক্য নিরূপণে সমর্থ, তিনিই হচ্ছেন দ্বিজ। অতএব আশা করা যায় যে, তিনি ন্যায় এবং দর্শন হৃদয়ঙ্গম করেছেন। দক্ষকন্যা সতী তাঁর পিতার সমক্ষে প্রবল যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন। অত্যন্ত গুণবান কিছু ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা কেবল অপরের সদ্‌গুণগুলি দর্শন করেন। মধুকর যেমন ফুলের মধু সংগ্রহে আগ্রহী কিন্তু ফুলের কাঁটা এবং রঙের বিবেচনা করে না, তেমনই অত্যন্ত বিরল মহাত্মাগণ কেবল অন্যের সদ্‌গুণগুলিই দর্শন করেন, তাঁরা তাদের দোষের বিচার করেন না, কিন্তু সাধারণ মানুষেরা দোষ এবং গুণের বিচার করে।

অসাধারণ মহাত্মাদেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে, এবং সর্বোত্তম মহাত্মা হচ্ছেন তিনি, যিনি মানুষের তুচ্ছ গুণকেও মহৎ বলে প্রশংসা করেন। শিবের আর একটি নাম আশুতোষ, যার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি সহজেই সন্তুষ্ট হন এবং যে-কোন ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ স্তরের বর দান করেন। যেমন, এক সময় শিবের এক ভক্ত বর চেয়েছিল যে, সে যারই মস্তক স্পর্শ করবে, তৎক্ষণাৎ তার মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। শিব তাতে রাজি হন। যদিও সেই বরটি মোটেই প্রশংসনীয় ছিল না, কারণ শিবের সেই ভক্তটি তার শত্রুদের হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু শিব সেই ভক্তটির সদ্‌গুণগুলির কথা বিবেচনা করে তাকে সেই বর দান করেছিলেন। শিব তার দোষগুলিকেও সদ্‌গুণ বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সতী তাঁর পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, "আপনি ঠিক তার বিপরীত। যদিও শিব সমস্ত সদ্‌গুণে পূর্ণ, এবং তাঁর কোন দোষ নেই, তবুও আপনি তাঁকে খারাপ বলে মনে

করেছেন এবং তাঁর দোষ দর্শন করেছেন। তাঁর সদ্‌গুণগুলিকে দোষ বলে গ্রহণ করার ফলে, আপনি মহাত্মা হওয়ার পরিবর্তে দুরাত্মায় পরিণত হয়েছেন এবং সব চাইতে অধঃপতিত হয়েছেন। অন্য ব্যক্তিদের সদ্‌গুণগুলি গ্রহণ করার ফলে মানুষ মহাত্মায় পরিণত হন, কিন্তু অনর্থক অন্যের সদ্‌গুণগুলিকে দোষ বলে বিবেচনা করার ফলে, আপনি সব চাইতে অধঃপতিত হয়েছেন।"

শ্লোক ১৩

নাশ্চর্যমেতদ্‌যদসৎসু সর্বদা
মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু ।
সের্ষ্যং মহাপূরুষপাদপাংসুভি-
র্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্ ॥ ১৩ ॥

ন—না; **আশ্চর্যম্**—বিস্ময়জনক; **এতৎ**—এই; **যৎ**—যা; **অসৎসু**—অসৎ ব্যক্তি; **সর্বদা**—সর্বদা; **মহৎ-বিনিন্দা**—মহাত্মাদের নিন্দা; **কুণপ-আত্ম-বাদিষু**—যারা মৃত দেহটিকে তাদের আত্মা বলে মনে করে; **স-ঈর্ষ্যম্**—ঈর্ষা; **মহা-পুরুষ**—মহাপুরুষদের; **পাদ-পাংসুভিঃ**—পদধূলির দ্বারা; **নিরস্ত-তেজঃসু**—যার মহিমা বিনষ্ট হয়েছে; **তৎ**—তা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **শোভনম্**—অতি উত্তম।

অনুবাদ

যারা নশ্বর জড় দেহটিকে আত্মা বলে মনে করে, তারা যে সর্বদা মহাত্মাদের নিন্দা করে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। জড় বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তিদের এই প্রকার ঈর্ষা অতি উত্তম, কারণ তার ফলে তারা অধঃপতিত হয়। মহাপুরুষদের পদরেণুসমূহ তাদের তেজ নাশ করে।

তাৎপর্য

সব কিছুই নির্ভর করে গ্রহণকর্তার শক্তির উপর। যেমন, প্রচণ্ড সূর্যকিরণে বহু বনস্পতি এবং ফুল শুকিয়ে যায়, আবার অন্য অনেক বনস্পতি খুব সুন্দরভাবে বৃদ্ধি পায়। এইভাবে বৃদ্ধি এবং হ্রাস নির্ভর করে গ্রহীতার উপর। তেমনই, *মহীয়সাং পাদ-রজোঽভিষেকম্*—মহাপুরুষের পাদপদ্মের রজ গ্রহীতাকে সর্ববিধ মঙ্গল প্রদান করে, কিন্তু সেই রজই আবার ক্ষতি করতে পারে। যাঁরা মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেন, তাঁদের সমস্ত দিব্য সদ্‌গুণগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়, এবং

তারা শুকিয়ে যায়। মহাত্মা অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাপুরুষের চরণ-কমলের ধূলির প্রতি কৃত অপরাধ ক্ষমা করেন না, ঠিক যেমন কেউ তাঁর মস্তকে প্রচণ্ড সূর্যকিরণ সহ্য করতে পারেন কিন্তু তাঁর চরণে সেই তীব্র সূর্যকিরণ সহ্য করতে পারেন না। অপরাধী ক্রমশই অধঃপতিত হতে থাকে; সে স্বাভাবিকভাবেই মহাত্মার চরণে অপরাধ করতে থাকে। অপরাধ সাধারণত তারাই করে, যারা ভ্রান্তভাবে তাদের নশ্বর দেহটিকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে। রাজা দক্ষ তাঁর দেহকে তাঁর আত্মা বলে মনে করে সেই ভ্রান্ত ধারণায় গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন। তিনি শিবের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর দেহটি সতীর দেহের পিতা হওয়ার ফলে, শিবের থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ। সাধারণত, মূর্খ মানুষেরা এই ভ্রান্ত ধারণায় মগ্ন থাকে, এবং তারা দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে আচরণ করে। তার ফলে তারা মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মে অধিক থেকে অধিকতর অপরাধ করতে থাকে। যারা এই প্রকার ধারণা-সমন্বিত, তাদের গরু এবং গাধার মতো পশুদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ১৪

যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং
সকৃৎপ্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ ।
পবিত্রকীর্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ ॥ ১৪ ॥

যৎ—যা; **দ্বি-অক্ষরম্**—দুই অক্ষর-সমন্বিত; **নাম**—নামক; **গিরা-ঈরিতম্**—কেবলমাত্র জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণের ফলে; **নৃণাম্**—মানুষদের; **সকৃৎ**—একবার মাত্র; **প্রসঙ্গাৎ**—হৃদয় থেকে; **অঘম্**—পাপকর্ম; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **হন্তি**—বিনাশ করে; **তৎ**—তা; **পবিত্র-কীর্তিম্**—যাঁর যশ অতি পবিত্র; **তম্**—তাঁকে; **অলঙ্ঘ্য-শাসনম্**—যাঁর আদেশ কখনও উপেক্ষা করা যায় না; **ভবান্**—আপনি; **অহো**—হায়; **দ্বেষ্টি**—দ্বেষ; **শিবম্**—শিব; **শিব-ইতরঃ**—অশুভ।

অনুবাদ

সতী বললেন—হে পিতা! দুই অক্ষর-সমন্বিত যাঁর নাম উচ্চারণের ফলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং মানুষ পবিত্র হয়, যাঁর আদেশ কখনও লঙ্ঘন করা যায়

না, সেই শিবের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়ে, আপনি ঘোরতম অপরাধ করছেন। শিব সর্বদাই পবিত্র এবং মঙ্গল-স্বরূপ, এবং আপনি ছাড়া আর কেউ তাঁর প্রতি দ্বেষ করেন না।

তাৎপর্য

যেহেতু শিব এই জড় জগতে সমস্ত জীবদের মধ্যে সব চাইতে মহান আত্মা, তাই তাঁর শিব এই নামটি তাদের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলময়, যারা তাদের দেহকে তাদের আত্মা বলে মনে করে। এই প্রকার ব্যক্তিরা যদি শিবের আশ্রয় গ্রহণ করে, তা হলে তারা ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে যে, তাদের জড় দেহটি তাদের স্বরূপ নয়, তাদের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। *শিব* মানে হচ্ছে *মঙ্গল* । এই দেহে অবস্থিত আত্মা হচ্ছে মঙ্গলময়। *অহং ব্রহ্মাস্মি*—'আমি ব্রহ্ম।' এই উপলব্ধিটি মঙ্গলময়। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত তার আত্মাকে তার স্বরূপ বলে উপলব্ধি করতে না পারে, ততক্ষণ সে যা কিছু করে তা সবই অমঙ্গলজনক। *শিব* মানে "মঙ্গলময়" এবং শিবের ভক্তরা ধীরে ধীরে সেই চিন্ময় উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হন। কিন্তু সেটি সব কিছু নয়। চিন্ময় উপলব্ধির স্তর থেকে মঙ্গলময় জীবন শুরু হয়। তার পর আরও অনেক কর্তব্য থাকে—পরমাত্মার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক উপলব্ধি করতে হয়। কেউ যদি প্রকৃতই শিবের ভক্ত হন, তা হলে তিনি চিন্ময় উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হন, কিন্তু যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান না হন, তা হলে আমি চিন্ময় আত্মা *(অহং ব্রহ্মাস্মি)* এইটুকু মাত্র উপলব্ধি করেই তাঁর প্রগতি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হন, তা হলে তিনি শিবের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। শিব যেমন সর্বদাই বাসুদেবের চিন্তায় মগ্ন, তিনিও তেমনই কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হবেন। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *সত্ত্বং বিশুদ্ধং বাসুদেব-শব্দিতম্*—শিব সর্বদাই বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। এইভাবে বিষ্ণুর আরাধনা করার ফলে, শিবের মঙ্গলময় স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা যায়, কারণ *শিব পুরাণে* শিব বলেছেন যে, সমস্ত আরাধনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা। শিব পূজ্য কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। কখনই শিব এবং বিষ্ণুকে সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে ভুল করা উচিত নয় এবং কাউকে তাঁর সমকক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়। সেটি একটি নাস্তিক মতবাদ। *বৈষ্ণবীয় পুরাণে* বর্ণিত হয়েছে যে, বিষ্ণু বা নারায়ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা করা উচিত নয় এবং কাউকে তাঁর সমকক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়। এমন কি শিব অথবা ব্রহ্মাকেও তাঁর সমকক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়, অতএব অন্যান্য দেবতাদের আর কি কথা।

শ্লোক ১৫

যৎপাদপদ্মং মহতাং মনোঽলিভি-
র্নিষেবিতং ব্রহ্মরসাসবার্থিভিঃ ।
লোকস্য যদ্বর্ষতি চাশিষোঽর্থিন-
স্তস্মৈ ভবান্ দ্রুহ্যতি বিশ্ববন্ধবে ॥ ১৫ ॥

যৎ-পাদ-পদ্মম্—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **মহতাম্**—মহাপুরুষের; **মনঃ-অলিভিঃ**—মনরূপ ভ্রমরদের দ্বারা; **নিষেবিতম্**—নিরন্তর সেবিত; **ব্রহ্ম-রস**—ব্রহ্মানন্দ; **আসব-অর্থিভিঃ**—অমৃতের অন্বেষণকারী; **লোকস্য**—সাধারণ মানুষদের; **যৎ**—যা; **বর্ষতি**—তিনি পূর্ণ করেন; **চ**—এবং; **আশিষঃ**—বাসনা; **অর্থিনঃ**—অন্বেষণ করে; **তস্মৈ**—তাঁর প্রতি (শিব); **ভবান্**—আপনি; **দ্রুহ্যতি**—হিংসা করছেন; **বিশ্ব-বন্ধবে**—ত্রিভুবনের সমস্ত জীবদের যিনি বন্ধু তাঁর প্রতি।

অনুবাদ

আপনি সেই শিবের প্রতি হিংসা করছেন, যিনি ত্রিভুবনের সমস্ত প্রাণীদের বন্ধু। তিনি সাধারণ মানুষদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন, এবং যাঁরা ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃতের অন্বেষণে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন, সেই সমস্ত মহাত্মাদেরও তিনি কৃপা করেন।

তাৎপর্য

সাধারণত দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। তাদের এক শ্রেণী হচ্ছে যারা গভীরভাবে বিষয়াসক্ত এবং জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের অভিলাষী, তারা যদি শিবের পূজা করে তা হলে তাদের বাসনা পূর্ণ হয়। শিব অল্পতেই সন্তুষ্ট হন বলে, অচিরেই সাধারণ মানুষের জড়-জাগতিক বাসনা পূর্ণ করেন। তাই দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষেরা শিবের পূজায় অত্যন্ত তৎপর। এর পরে, অন্য শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে তারা, যারা জড়-জাগতিক জীবনে বিরক্ত হয়ে অথবা নিরাশ হয়ে মুক্তি লাভের জন্য শিবের পূজা করে। এই মুক্তির অর্থ হচ্ছে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্তি। যে-ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি তাঁর জড় দেহ নন, তিনি হচ্ছেন চিন্ময় আত্মা, তিনি অবিদ্যা থেকে মুক্ত হয়েছেন। শিব এই সুবিধাটিও প্রদান করেন। সাধারণত মানুষ অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য, কিছু টাকা-পয়সা লাভ করার জন্য ধর্ম আচরণ করে, কারণ অর্থের দ্বারা তারা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করতে

পারে। কিন্তু তারা যখন তাদের সেই চেষ্টায় নিরাশ হয়, তখন তারা ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে চায় অথবা ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি জড়-জাগতিক জীবনের পুরুষার্থ, এবং বিষয়াসক্ত সাধারণ মানুষ ও দিব্য জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী মানুষ, উভয়েরই বন্ধু হচ্ছেন শিব। তাই শিবের সঙ্গে শত্রুতা করা দক্ষের পক্ষে উচিত ছিল না। এমন কি বৈষ্ণবরাও, যাঁরা এই জড় জগতের সাধারণ মানুষ এবং উন্নত স্তরের মানুষ, উভয়েরই ঊর্ধ্বে, তাঁরাও সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে শিবের পূজা করেন। অতএব, সাধারণ মানুষ, উন্নত স্তরের মানুষ এবং ভগবদ্ভক্ত, সকলেরই বন্ধু শিব—তাই শিবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা অথবা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করা কারোরই উচিত নয়।

শ্লোক ১৬

কিং বা শিবাখ্যমশিবং ন বিদুস্ত্বদন্যে
ব্রহ্মাদয়স্তমবকীর্য জটাঃ শ্মশানে ।
তন্মাল্যভস্মনৃকপাল্যবসৎপিশাচৈ-
র্যে মূর্ধভির্দধতি তচ্চরণাবসৃষ্টম্ ॥ ১৬ ॥

কিম্ বা—অথবা; **শিব-আখ্যম্**—শিব নামক; **অশিবম্**—অশুভ; **ন বিদুঃ**—জানে না; **ত্বৎ অন্যে**—আপনাকে ছাড়া; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি; **তম্**—তাঁকে (শিব); **অবকীর্য**—বিক্ষিপ্ত; **জটাঃ**—জটা; **শ্মশানে**—শ্মশানে; **তৎ-মাল্য-ভস্ম-নৃ-কপালী**—যিনি নরমুণ্ডমালা ধারণ করেন এবং যাঁর অঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত; **অবসৎ**—সঙ্গ করেন; **পিশাচৈঃ**—পিশাচদের; **যে**—যিনি; **মূর্ধভিঃ**—মস্তকের দ্বারা; **দধতি**—স্থাপন করেন; **তৎ-চরণ-অবসৃষ্টম্**—তাঁর চরণ-কমল থেকে পতিত।

অনুবাদ

আপনি কি মনে করেন, যিনি শ্মশানে পিশাচদের সঙ্গে থাকেন, যাঁর জটাজুট তাঁর সারা শরীরে বিক্ষিপ্ত, যাঁর গলায় মুণ্ডমালা এবং শ্মশানের ভস্ম যাঁর সর্বাঙ্গে লিপ্ত, শিব নামক সেই অশিব (অমঙ্গলজনক) ব্যক্তিটিকে আপনার থেকে অনেক বেশি সম্মানিত ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ জানেন না? তাঁর এই সমস্ত অশুভ গুণ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মার মতো মহাপুরুষেরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত পুষ্প মস্তকে ধারণ করেন।

তাৎপর্য

শিবের মতো মহাপুরুষের নিন্দা করা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন, এবং সতী তাঁর পতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য এখানে সেই কথা বলেছেন। তিনি প্রথমে বলেছেন, "শিব শ্মশানে পিশাচদের সঙ্গে থাকেন বলে, চিতাভস্ম তাঁর অঙ্গে লেপন করেন বলে এবং নরমুণ্ডমালা ধারণ করেন বলে আপনি তাঁকে অশিব বলেছেন। আপনি তাঁর অনেক দোষ প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু আপনি জানেন না যে, তাঁর স্থিতি সর্বদাই চিন্ময়। তিনি অমঙ্গলজনক বলে মনে হলেও, ব্রহ্মার মতো মহাপুরুষেরা কেন গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি মস্তকে ধারণ করেন, এবং আপনি যে নির্মাল্যের নিন্দা করেছেন, কেন তাঁরা পরম শ্রদ্ধা সহকারে তা মস্তকে ধারণ করেন?" সতী যেহেতু একজন সাধ্বী রমণী এবং শিবের পত্নী, তাই শিবের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছেন। তিনি কেবল ভাবাবেগের দ্বারা তা করার চেষ্টা করেননি, পক্ষান্তরে, যথাযথ তত্ত্বের দ্বারা তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিব কোন সাধারণ জীব নন। সেটি হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত নন, আবার সাধারণ জীবও নন। ব্রহ্মা প্রায় একজন সাধারণ জীবের মতো। অবশ্য যখন ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত জীব পাওয়া না যায়, তখন বিষ্ণুর অংশ-প্রকাশ ব্রহ্মার পদ অধিকার করেন। কিন্তু সাধারণত এই ব্রহ্মাণ্ডের অত্যন্ত পবিত্র কোন জীব সেই পদে নিযুক্ত হন। তাই শিবের পদ ব্রহ্মার পদ থেকেও উচ্চ, যদিও আপাতদৃষ্টিতে শিব ব্রহ্মার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মার মতো মহাপুরুষেরাও শিবের তথাকথিত অশুভ নির্মাল্য এবং পদধূলি গ্রহণ করেন। ব্রহ্মার পুত্র—মরীচি, অত্রি, ভৃগু আদি নয়জন মহর্ষি, তাঁরা সকলেই এইভাবে শিবকে সম্মান করেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, শিব কোন সাধারণ জীব নন।

বহু *পুরাণে* কখনও কখনও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন কোন দেবতা এত উন্নত স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন যে, তিনি প্রায় পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত, কিন্তু বিষ্ণু যে পরমেশ্বর ভগবান, সেই কথা প্রতিটি শাস্ত্রেই প্রতিপন্ন হয়েছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* শিবকে দধির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দধি দুধ থেকে অভিন্ন। যেহেতু দুধই বিকারপ্রাপ্ত হয়ে দধিতে পরিণত হয়, সেই বিচারে দধিও একদিক থেকে দুগ্ধ। তেমনই, একদিক দিয়ে শিব পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি ভগবান নন, ঠিক যেমন দধিও দুধ, যদিও তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে এই সমস্ত বর্ণনা রয়েছে। যখন দেখা যায় যে, কোন দেবতা আপাতদৃষ্টিতে পরমেশ্বর ভগবানের থেকে উন্নত, তখন বুঝতে হবে যে,

সেই বিশেষ দেবতার প্রতি ভক্তের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এইভাবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়ও* (৯/২৫) উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন কোন বিশেষ দেবতার পূজা করতে চান, তখন অন্তর্যামীরূপে হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে সেই দেবতার প্রতি অধিক থেকে অধিকতর আসক্তি প্রদান করেন, যাতে তিনি দেবলোকে উন্নীত হতে পারেন। *যান্তি দেব-ব্রতা দেবান্* । দেবতাদের পূজা করার ফলে, দেবতাদের লোকে উন্নীত হওয়া যায়; তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার ফলে, ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়া যায়। বৈদিক শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সতী এখানে শিবের প্রশংসা করেছেন, তার একটি কারণ হচ্ছে, শিব তাঁর পতি হওয়ার ফলে, তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণা, এবং অন্য কারণটি হচ্ছে শিবের স্থিতি সাধারণ জীবদের থেকে, এমন কি ব্রহ্মার থেকেও অনেক ঊর্ধ্বে।

শিবের অতি উন্নত পদ ব্রহ্মা স্বীকার করেছেন, তাই সতীর পিতা দক্ষেরও তাঁকে স্বীকার করা উচিত। সেটি ছিল সতীর বক্তব্য। সতী যদিও তাঁর পিতৃগৃহে আসার পূর্বে শিবের কাছে অনুনয় করে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর ভগিনী এবং মাতাকে দর্শন করার জন্য সেখানে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আসেননি। সেটি ছিল একটি অজুহাত মাত্র, কারণ প্রকৃতপক্ষে শিবের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন না হওয়ার জন্য তাঁর পিতা দক্ষকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, এবং সেই বাসনা হৃদয়ে ধারণ করে তিনি সেখানে এসেছিলেন। সেটি ছিল তাঁর সেখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি যখন তাঁর পিতাকে বোঝাতে অক্ষম হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর পিতৃ-প্রদত্ত দেহটি ত্যাগ করেছিলেন, যা পরবর্তী শ্লোকগুলি থেকে আমরা জানতে পারব।

শ্লোক ১৭

কর্ণৌ পিধায় নিরয়াদ্যদকল্প ঈশে
ধর্মাবিতর্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে ।
ছিন্দ্যাৎপ্রসহ্য রুশতীমসতীং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎস ধর্মঃ ॥ ১৭ ॥

কর্ণৌ—উভয় কর্ণ; **পিধায়**—বন্ধ করে; **নিরয়াৎ**—চলে যাওয়া উচিত; **যৎ**—যদি; **অকল্পঃ**—অসমর্থ; **ঈশে**—স্বামী; **ধর্ম-অবিতরি**—ধর্মরক্ষক; **অসৃণিভিঃ**—দায়িত্বজ্ঞানহীন; **নৃভিঃ**—ব্যক্তিদের; **অস্যমানে**—নিন্দা করা হলে; **ছিন্দ্যাৎ**—কেটে

ফেলা উচিত; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **রুশতীম্**—অকল্যাণবাদিনী; **অসতীম্**—নিন্দুকের; **প্রভুঃ**—সমর্থ; **চেৎ**—যদি; **জিহ্বাম্**—জিহ্বা; **অসূন্**—(নিজের) জীবন; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ততঃ**—তখন; **বিসৃজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **সঃ**—সেই; **ধর্মঃ**—কর্তব্য।

অনুবাদ

সতী বললেন—যদি কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি ধর্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করে, তা হলে ভৃত্যের কর্তব্য হচ্ছে তাকে দণ্ডদান করতে সমর্থ না হলে, তাঁর কান আচ্ছাদন করে সেখান থেকে চলে যাওয়া। কিন্তু তিনি যদি মারতে সক্ষম হন, তা হলে বলপূর্বক সেই নিন্দুকের জিহ্বা ছেদন করা উচিত অথবা তাকে বধ করা উচিত। তার পর নিজের জীবন ত্যাগ করা উচিত।

তাৎপর্য

সতী যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন মহাপুরুষের নিন্দা করে, তা হলে সে হচ্ছে সব চাইতে অধম। কিন্তু, দক্ষও আত্মপক্ষ সমর্থন করে যুক্তি প্রদর্শন করতে পারতেন যে, যেহেতু তিনি একজন প্রজাপতি, বহু জীবের প্রভু এবং ব্রহ্মাণ্ডের একজন মহান অধ্যক্ষ, তাই তাঁর অতি উচ্চ পদের মর্যাদা প্রদর্শন করে, তাঁর নিন্দা না করে সতীর তাঁর সদ্‌গুণাবলী দর্শন করা উচিত। এই যুক্তির উত্তর হচ্ছে যে, সতী তাঁর নিন্দা করছিলেন না, তাঁর অভিযোগের জবাব দিচ্ছিলেন। যদি সম্ভব হত তা হলে তিনি দক্ষের জিহ্বা কেটে ফেলতেন, কারণ দক্ষ শিবের নিন্দা করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শিব যেহেতু ধর্মরক্ষক, তাই কেউ যদি তাঁর নিন্দা করে, তা হলে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করা উচিত, এবং এই প্রকার ব্যক্তিকে হত্যা করার পর, নিজের জীবন ত্যাগ করা উচিত। সেটিই হচ্ছে পন্থা, কিন্তু যেহেতু দক্ষ ছিলেন সতীর পিতা, তাই সতী মনস্থ করেছিলেন যে, তাঁকে হত্যা না করে, শিবনিন্দা শ্রবণ করার ফলে তাঁর যে মহা পাপ হয়েছিল, তা ক্ষালনের জন্য নিজের জীবন ত্যাগ করবেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এখানে এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই মহাপুরুষের নিন্দা সহ্য করা উচিত নয়। কেউ যদি ব্রাহ্মণ হয়, তা হলে তাঁর দেহত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ তা হলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হবে; অতএব ব্রাহ্মণের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর কর্ণ আচ্ছাদন করে সেখান থেকে চলে যাওয়া, যাতে সেই নিন্দা তাঁকে আর না শুনতে হয়। অপরাধীর দণ্ডদান করার ক্ষমতা ক্ষত্রিয়ের রয়েছে, তাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে নিন্দুকের জিহ্বা কেটে ফেলা এবং তাকে বধ করা। কিন্তু বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্তব্য হচ্ছে তৎক্ষণাৎ

দেহত্যাগ করা। সতী দেহত্যাগ করতে স্থির করেছিলেন, কারণ তিনি নিজেকে শূদ্র এবং বৈশ্যের সমান বলে মনে করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) যেমন বলা হয়েছে, *স্ত্রীয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ* । স্ত্রী, শূদ্র এবং বৈশ্য সমপর্যায়ভুক্ত। যেহেতু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শিবের মতো একজন মহাপুরুষের নিন্দা শ্রবণ করলে বৈশ্য এবং শূদ্রদের তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করা উচিত, তাই সতী দেহত্যাগ করবেন বলে স্থির করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

অতস্তবোৎপন্নমিদং কলেবরং
ন ধারয়িষ্যে শিতিকণ্ঠগর্হিণঃ ।
জগ্ধস্য মোহাদ্ধি বিশুদ্ধিমন্ধসো
জুগুপ্সিতস্যোদ্ধরণং প্রচক্ষতে ॥ ১৮ ॥

অতঃ—অতএব; **তব**—আপনার থেকে; **উৎপন্নম্**—প্রাপ্ত; **ইদম্**—এই; **কলেবরম্**—দেহ; **ন ধারয়িষ্যে**—ধারণ করব না; **শিতি-কণ্ঠ-গর্হিণঃ**—যে শিবের নিন্দা করেছে; **জগ্ধস্য**—যা ভক্ষণ করা হয়েছে; **মোহাৎ**—ভ্রান্তিবশত; **হি**—কারণ; **বিশুদ্ধিম্**—শুদ্ধি; **অন্ধসঃ**—খাদ্যের; **জুগুপ্সিতস্য**—বিষাক্ত; **উদ্ধরণম্**—বমন; **প্রচক্ষতে**—ঘোষণা করা হয়।

অনুবাদ

তাই আমি আর এই অযোগ্য শরীর ধারণ করব না, যা আমি আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি, কারণ আপনি শিবের নিন্দা করেছেন। কেউ যদি ভ্রান্তিবশত কোন বিষাক্ত খাদ্য ভক্ষণ করে ফেলে, তা হলে তা বমন করাই তার নিরাময়ের শ্রেষ্ঠ উপায়।

তাৎপর্য

সতী যেহেতু ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির মূর্ত প্রতীক, তাই তাঁর পক্ষে বহু দক্ষ-সমন্বিত বহু ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তা হলে হয়তো কেউ তাঁর পতি শিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারত যে, তিনি নিজে অক্ষম বলে তাঁর পত্নী সতীর দ্বারা দক্ষকে সংহার করেছিলেন। এই অপবাদ থেকে তাঁর পতিকে রক্ষা করার জন্য সতী দেহত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

ন বেদবাদাননুবর্ততে মতিঃ
স্ব এব লোকে রমতো মহামুনেঃ ।
যথা গতির্দেবমনুষ্যয়োঃ পৃথক্
স্ব এব ধর্মে ন পরং ক্ষিপেৎস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥

ন—না; **বেদ-বাদান্**—বেদের বিধি-নিষেধ; **অনুবর্ততে**—অনুসরণ করে; **মতিঃ**—মন; **স্বে**—নিজের; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **লোকে**—আত্মায়; **রমতঃ**—রমণ করে; **মহা-মুনেঃ**—মহান মুনিগণের; **যথা**—যেমন; **গতিঃ**—পন্থা; **দেব-মনুষ্যয়োঃ**—মানুষ এবং দেবতাদের; **পৃথক্**—ভিন্ন; **স্বে**—তোমার নিজের; **এব**—একলা; **ধর্মে**—কর্তব্য; **ন**—না; **পরম**—অন্য; **ক্ষিপেৎ**—সমালোচনা করা উচিত; **স্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে।

অনুবাদ

অন্যের সমালোচনা না করে নিজের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করাই শ্রেয়। অতি উচ্চ স্তরের পরমার্থবাদীরা কখনও কখনও বেদের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করেন, কারণ তাঁদের সেইগুলি অনুসরণ করার আবশ্যকতা হয় না, ঠিক যেমন দেবতারা অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন, কিন্তু সাধারণ মানুষেরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে।

তাৎপর্য

সর্বোচ্চ স্তরের পরমার্থবাদী এবং সব চাইতে অধঃপতিত বদ্ধ জীবের আচরণ একই রকম বলে মনে হয়। অতি উন্নত পরমার্থবাদী বেদের সমস্ত বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করতে পারেন, ঠিক যেমন অন্তরীক্ষে বিচরণকারী দেবতারা ভূপৃষ্ঠের অরণ্য এবং পাহাড়-পর্বতের প্রতিবন্ধকতার দ্বারা প্রতিহত হন না। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে, যাদের অন্তরীক্ষে বিচরণ করার ক্ষমতা নেই, তাদের এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাগুলির সম্মুখীন হতে হয়। যদিও মনে হয় যে, পরম প্রিয় শিব বেদের বিধি-নিষেধগুলি পালন করছেন না, তবুও এইভাবে বেদবিধি লঙ্ঘন করার ফলে তাঁর কোন অনিষ্ট হয় না, কিন্তু কোনও সাধারণ মানুষ যদি শিবের অনুকরণ করতে চায়, তা হলে মস্ত বড় ভুল হবে। সাধারণ মানুষদের পক্ষে বেদের সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি পালন করা অবশ্যকর্তব্য, কিন্তু চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষে সেইগুলি পালন করার আবশ্যকতা থাকে না। শিব বেদের কঠোর বিধি-বিধানের অনুসরণ করেননি বলে, দক্ষ তাঁর দোষ দর্শন করেছিলেন, কিন্তু সতী প্রতিপন্ন করেছিলেন যে, তাঁর

পক্ষে সেই সমস্ত নিয়ম পালন করার কোন আবশ্যকতা ছিল না। বলা হয় যে, যিনি সূর্য বা অগ্নির মতো তেজস্বী, তাঁর কাছে শুদ্ধ বা অশুদ্ধের বিচার থাকে না। সূর্যকিরণ অপবিত্র স্থানকে পবিত্র করে দিতে পারে, কিন্তু অন্য কেউ যদি সেই স্থান দিয়ে যায়, তা হলে সে প্রভাবিত হবে। শিবের অনুকরণ করা উচিত নয়; পক্ষান্তরে, নিষ্ঠা সহকারে তার স্বধর্ম আচরণ করা উচিত। কখনই শিবের মতো একজন মহাপুরুষের নিন্দা করা উচিত নয়।

শ্লোক ২০

কর্ম প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তমপ্যুতং
বেদে বিবিচ্যোভয়লিঙ্গমাশ্রিতম্ ।
বিরোধি তদ্‌যৌগপদৈককর্তরি
দ্বয়ং তথা ব্রহ্মণি কর্ম নর্চ্ছতি ॥ ২০ ॥

কর্ম—কার্যকলাপ; **প্রবৃত্তম্**—জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত; **চ**—এবং; **নিবৃত্তম্**—জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ঋতম্**—সত্য; **বেদে**—বেদে; **বিবিচ্য**—পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে; **উভয়-লিঙ্গম্**—উভয়ের লক্ষণ; **আশ্রিতম্**—নির্দেশিত; **বিরোধি**—বিরোধী; **তৎ**—তা; **যৌগপদ-এক-কর্তরি**—একই ব্যক্তিতে উভয় কর্ম; **দ্বয়ম্**—দুই; **তথা**—অতএব; **ব্রহ্মণি**—যিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **ন ঋচ্ছতি**—উপেক্ষিত হয়।

অনুবাদ

বেদে দুই প্রকার কর্মের নির্দেশ রয়েছে—বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রবৃত্তি মার্গ এবং বিষয় বিরক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিবৃত্তি মার্গ। এই দুই প্রকার কর্ম অনুসারে, ভিন্ন লক্ষণ-সমন্বিত দুই প্রকার মানুষ রয়েছে। যদি কেউ একই ব্যক্তিতে দুই প্রকার কর্ম দেখতে চান, তা হলে পরস্পর-বিরোধী হবে। কিন্তু যিনি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, তিনি এই দুই প্রকার কার্যকলাপই উপেক্ষা করেন।

তাৎপর্য

বৈদিক কর্ম এমনইভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে, এই জড় জগতে ভোগ করতে এসেছে যে বদ্ধ জীব, সে, বেদের নির্দেশ অনুসরণ করার ফলে জড় সুখভোগ করার পর, চরমে বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে চিৎ-জগতে প্রবেশ করার যোগ্যতা

অর্জন করতে পারে। চারটি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস ধীরে ধীরে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার শিক্ষা দান করে। গৃহস্থের কর্ম এবং বেশ সন্ন্যাসীর থেকে ভিন্ন। একই ব্যক্তির পক্ষে এই দুটি আশ্রম গ্রহণ করা অসম্ভব। সন্ন্যাসী গৃহস্থের মতো আচরণ করতে পারে না, এবং গৃহস্থও সন্ন্যাসীর মতো আচরণ করতে পারে না। গৃহস্থ বৈষয়িক কার্যকলাপে লিপ্ত, এবং সন্ন্যাসী জড়-জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু এই উভয় স্তরের অতীত আর একটি স্তর রয়েছে। শিব সেই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, কারণ, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সর্বদাই তাঁর অন্তরে বাসুদেবের ভাবনায় মগ্ন। তাই গৃহস্থের কার্যকলাপ অথবা সন্ন্যাসীর কার্যকলাপের কোনটিই তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি পরম-হংস স্তরে অবস্থিত, যা হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর। *ভগবদ্গীতায়* (২/৫২-৫৩) শিবের দিব্য স্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন ফলের বাসনা ত্যাগ করে সর্বতোভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেন, তখন তিনি চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন। তখন তাঁর আর বৈদিক নির্দেশ বা বেদের বিবিধ বিধি-নিষেধ পালন করার আবশ্যকতা থাকে না। কেউ যখন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান করার স্তর অতিক্রম পূর্বক সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চিন্ময় ভাবনায় মগ্ন হন, অর্থাৎ ভগবানের প্রেমময়ী সেবার চিন্তায় মগ্ন হন, তখন তাঁর সেই স্থিতিকে বলা হয় বুদ্ধিযোগ বা সমাধি বা ভাব। যে ব্যক্তি এই স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর ক্ষেত্রে বেদের প্রবৃত্তি মার্গ অথবা নিবৃত্তি মার্গ, কোনটিই প্রযোজ্য নয়।

শ্লোক ২১

মা বঃ পদব্যঃ পিতরস্মদাস্থিতা
যা যজ্ঞশালাসু ন ধূমবর্ত্মভিঃ ।
তদন্নতৃপ্তৈরসুভৃদ্ভিরীড়িতা
অব্যক্তলিঙ্গা অবধূতসেবিতাঃ ॥ ২১ ॥

মা—নয়; **বঃ**—আপনাদের; **পদব্যঃ**—ঐশ্বর্য; **পিতঃ**—হে পিতা; **অস্মৎ-আস্থিতাঃ**—আমাদের দ্বারা প্রাপ্ত; **যাঃ**—যা (ঐশ্বর্য); **যজ্ঞ-শালাসু**—যজ্ঞাগ্নিতে; **ন**—না; **ধূম-বর্ত্মভিঃ**—যজ্ঞপথের দ্বারা; **তৎ-অন্ন-তৃপ্তৈঃ**—যজ্ঞান্নের দ্বারা তৃপ্ত; **অসু-ভৃদ্ভিঃ**—দেহের আবশ্যকতা পূরণকারী; **ইড়িতাঃ**—প্রশংসিত; **অব্যক্ত-লিঙ্গাঃ**—যাঁর কারণ প্রকাশিত হয়নি; **অবধূত-সেবিতাঃ**—আত্ম-তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রাপ্ত।

অনুবাদ

হে পিতা! আমাদের কাছে যে ঐশ্বর্য রয়েছে, তা আপনার এবং আপনার তোষামোদকারীদের কল্পনারও অতীত। যারা মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তারা কেবল যজ্ঞান্ন ভোজন করে তাদের দেহের আবশ্যকতাগুলিই চরিতার্থ করার ব্যাপারে মগ্ন থাকে, কিন্তু আমরা কেবল ইচ্ছার দ্বারা আমাদের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে পারি। বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত আত্ম-তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষেরাই কেবল সেই প্রকার ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

সতীর পিতা দক্ষ মনে করেছিলেন যে, প্রতিষ্ঠা এবং ঐশ্বর্য উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অত্যন্ত উন্নত ছিলেন, এবং তিনি তাঁর কন্যাকে এমন এক ব্যক্তির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন, যিনি কেবল দরিদ্রই নন, অধিকন্তু সমস্ত সংস্কৃতিবিহীন ছিলেন। তাঁর পিতা হয়তো মনে করেছিলেন যে, যদিও তাঁর কন্যা ছিলেন পরম সাধ্বী এবং পতিপরায়ণা, কিন্তু তাঁর পতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁর সেই ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করার জন্য সতী বলেছিলেন যে, তাঁর পতির যে ঐশ্বর্য আছে তা দক্ষ এবং সকাম কর্মে লিপ্ত তাঁর তোষামোদকারী অনুগামীদের মতো জড়বাদীদের পক্ষে অনুমান করাও অসম্ভব। তাঁর পতির স্থিতি ছিল ভিন্ন। তিনি ছিলেন সর্ব ঐশ্বর্য-সমন্বিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তা প্রদর্শন করতে চাননি। তাই এই প্রকার ঐশ্বর্যকে বলা হয় *অব্যক্ত* বা অপ্রকাশিত। কিন্তু যদি প্রয়োজন হত, তা হলে কেবল ইচ্ছার দ্বারা, শিব তাঁর আশ্চর্যজনক ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে পারতেন, এবং সেই প্রকার ঘটনার ইঙ্গিত তিনি এখানে দিয়েছিলেন, কারণ তা অচিরেই ঘটতে যাচ্ছিল। শিবের যে ঐশ্বর্য তা কেবল বৈরাগ্য এবং ভগবৎ প্রেমের দ্বারা উপভোগ করা যায়, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির পন্থার ভৌতিক প্রদর্শনে নয়। এই প্রকার ঐশ্বর্যের অধিকারি হচ্ছেন চতুঃসন, নারদ, শিব আদি মহাপুরুষগণ, অন্যেরা নয়।

এই শ্লোকে বৈদিক সকাম কর্মের অনুষ্ঠানকারীদের নিন্দা করা হয়েছে। তাদের এখানে *ধূম-বর্ত্মভিঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যারা যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। যজ্ঞে দুই প্রকার অন্ন নিবেদন করা হয়। একটি হচ্ছে সকাম আনুষ্ঠানিক যজ্ঞে নিবেদিত অন্ন এবং অন্যটি হচ্ছে বিষ্ণুকে নিবেদিত অন্ন, যা সর্বোত্তম। যদিও যজ্ঞবেদিতে বিষ্ণুই হচ্ছেন সর্বতোভাবে মুখ্য দেবতা, কিন্তু সকাম অনুষ্ঠানের লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন দেব-দেবীদের সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে কিছু জড়-জাগতিক সমৃদ্ধি লাভ করা। কিন্তু প্রকৃত যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করা, এবং এই প্রকার যজ্ঞের অবশিষ্ট ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি সাধনের জন্য লাভজনক। বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের দ্বারা পারমার্থিক উন্নতি সাধন অত্যন্ত মন্থর, এবং তাই এই শ্লোকে তার নিন্দা করা হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সকাম যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাদের কাকের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কারণ কাক আবর্জনার পাত্রে ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট দ্রব্য আহার করে আনন্দ উপভোগ করে। সতী সেই যজ্ঞে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণদেরও নিন্দা করেছেন।

রাজা দক্ষ এবং তাঁর তোষামোদকারীরা শিবের অবস্থান বুঝে থাকুক অথবা না বুঝে থাকুক, সতী তাঁর পিতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর পতিকে ঐশ্বর্যহীন বলে মনে না করেন। শিবের পরম অনুরক্তা পত্নী সতী শিবের উপাসকদের সব রকম জড় ঐশ্বর্য প্রদান করেন। সেই তত্ত্বের বিশ্লেষণ *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে করা হয়েছে। কখনও কখনও শিবের উপাসকদের বিষ্ণুর উপাসকদের থেকেও অধিক ঐশ্বর্যশালী বলে মনে হয়, কারণ দুর্গা বা সতী জড় জগতের অধ্যক্ষা হওয়ার ফলে তাঁর পতিকে মহিমান্বিত করার জন্য শিবের উপাসকদের সমস্ত জড় ঐশ্বর্য প্রদান করেন, কিন্তু বিষ্ণুর উপাসকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা, এবং তাই তাঁদের ক্ষেত্রে কখনও কখনও জড় ঐশ্বর্য হ্রাস পেতে দেখা যায়। এই সমস্ত বিষয় দশম স্কন্ধে খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

নৈতেন দেহেন হরে কৃতাগসো
দেহোদ্ভবেনালমলং কুজন্মনা ।
ব্রীড়া মমাভূৎকুজনপ্রসঙ্গত-
স্তজ্জন্ম ধিগ্ যো মহতামবদ্যকৃৎ ॥ ২২ ॥

ন—না; **এতেন**—এই; **দেহেন**—দেহের দ্বারা; **হরে**—শিবকে; **কৃত-আগসঃ**—অপরাধ করে; **দেহ-উদ্ভবেন**—আপনার শরীর থেকে উৎপন্ন; **অলম-অলম্**—যথেষ্ট, যথেষ্ট; **কু-জন্মনা**—নিন্দনীয় জন্মের ফলে; **ব্রীড়া**—লজ্জা; **মম**—আমার; **অভূৎ**—হয়েছিল; **কু-জন-প্রসঙ্গতঃ**—অসৎ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ফলে; **তৎ জন্ম**—সেই জন্ম; **ধিক্**—লজ্জাকর; **যঃ**—যে; **মহতাম্**—মহাপুরুষদের; **অবদ্য-কৃৎ**—অপরাধী।

অনুবাদ

আপনি শিবের চরণ-কমলে অপরাধ করেছেন, এবং দুর্ভাগ্যবশত আমার এই শরীর আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আপনার সঙ্গে আমার এই দৈহিক সম্পর্কের ফলে আমি অত্যন্ত লজ্জিত। মহাপুরুষের চরণ-কমলের প্রতি অপরাধী ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ফলে, আমার এই দেহ দূষিত হয়েছে বলে আমি নিজেকে ধিক্কার দিই।

তাৎপর্য

শিব হচ্ছেন সমস্ত বিষ্ণুভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বলা হয়েছে—*বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ* । *শম্ভু* বা শিব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। পূর্ববর্তী শ্লোকে সতী বর্ণনা করেছেন যে, শিব শুদ্ধ *বসুদেব* সত্ত্বে অবস্থিত হওয়ার ফলে সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত। *বসুদেব* হচ্ছে সেই অবস্থা যার থেকে শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবের জন্ম হয়। সুতরাং শিব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্ত, এবং সতীর আচরণ আদর্শ-স্বরূপ, কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু অথবা তাঁর ভক্তের নিন্দা কখনই সহ্য করা উচিত নয়। শিবের সঙ্গিনী হওয়ার ফলে সতীর ক্ষোভ হয়নি, কিন্তু এই জন্য হয়েছিল যে, তাঁর দেহ শিবের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধী দক্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন, কারণ দক্ষ থেকে তাঁর সেই শরীরের জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ২৩

গোত্রং ত্বদীয়ং ভগবান্ বৃষধ্বজো
দাক্ষায়ণীত্যাহ যদা সুদুর্মনাঃ ।
ব্যপেতনর্মস্মিতমাশু তদাঽহং
ব্যুৎস্রক্ষ্য এতৎকুণপং ত্বদঙ্গজম্ ॥ ২৩ ॥

গোত্রম্—পারিবারিক সম্পর্ক; **ত্বদীয়ম্**—আপনার; **ভগবান্**—সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর; **বৃষধ্বজঃ**—শিব; **দাক্ষায়ণী**—দাক্ষায়ণী (দক্ষের কন্যা); **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলে; **যদা**—যখন; **সুদুর্মনাঃ**—অত্যন্ত বিষণ্ণ; **ব্যপেত**—অদৃশ্য হয়ে যায়; **নর্ম-স্মিতম্**—পরিহাস এবং হাস্য; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **তদা**—তখন; **অহম্**—আমি; **ব্যুৎস্রক্ষ্যে**—পরিত্যাগ করব; **এতৎ**—এই (শরীর); **কুণপম্**—মৃত দেহ; **তৎ-অঙ্গ জম্**—আপনার দেহ থেকে উৎপন্ন।

অনুবাদ

শিব যখন আমাকে দাক্ষায়ণী বলে সম্বোধন করেন, তখন আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা মনে হলে, আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ হই, এবং আমার আনন্দ ও হাসি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। একটি থলির মতো আমার এই দেহটি যে আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই জন্য আমার অত্যন্ত দুঃখ হয়। তাই আমি এই শরীর ত্যাগ করব।

তাৎপর্য

দাক্ষায়ণী শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'রাজা দক্ষের কন্যা'। পতি-পত্নীর মধ্যে যখন কখনও কখনও হাস্য-পরিহাস হত, তখন শিব সতীকে 'দক্ষনন্দিনী' বলে সম্বোধন করতেন, এবং সেই শব্দটি তাঁকে দক্ষের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিত বলে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হতেন, কারণ দক্ষ ছিলেন সমস্ত অপরাধের মূর্তবিগ্রহ। দক্ষ ছিলেন ঈর্ষার মূর্তিমান প্রতীক, কারণ তিনি অনর্থক শিবের মতো একজন মহাপুরুষের নিন্দা করেছিলেন। *দাক্ষায়ণী* শব্দটি শোনা মাত্রই তিনি বিষণ্ণ হতেন, কারণ দক্ষের থেকে তাঁর শরীর উৎপন্ন হওয়ার ফলে তাঁর শরীরও দক্ষের সমস্ত অপরাধের প্রতীক হয়েছিল। যেহেতু তাঁর শরীর নিরন্তর অপ্রসন্নতার কারণ হয়েছিল, তাই তিনি তা ত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যধ্বরে দক্ষমনূদ্য শত্রুহন্
ক্ষিতাবুদীচীং নিষসাদ শান্তবাক্ ।
স্পৃষ্ট্বা জলং পীতদুকূলসংবৃতা
নিমীল্য দৃগ্‌যোগপথং সমাবিশৎ ॥ ২৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অধ্বরে**—যজ্ঞস্থলে; **দক্ষম্**—দক্ষকে; **অনূদ্য**—বলে; **শত্রু-হন্**—হে শত্রুবিনাশকারী; **ক্ষিতৌ**—ভূমির উপর; **উদীচীম্**—উত্তরমুখী হয়ে; **নিষসাদ**—উপবিষ্ট হয়েছিলেন; **শান্ত-বাক্**—নীরবে; **স্পৃষ্ট্বা**—স্পর্শ করে; **জলম্**—জল; **পীত-দুকূল-সংবৃতা**—পীত বসন পরিহিতা;

নিমীল্য—নিমীলিত করে; **দৃক্**—দৃষ্টি; **যোগ-পথম্**—যৌগিক পন্থা; **সমাবিশৎ**—মগ্ন হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বললেন—হে শত্রুসংহারক! যজ্ঞস্থলে তাঁর পিতাকে এইভাবে বলে, সতী উত্তরমুখী হয়ে ভূমিতে উপবেশন করেছিলেন। গৈরিক বসন পরিহিতা সতী তার পর জল স্পর্শ দ্বারা নিজে পবিত্র হয়ে, চক্ষু নিমীলিত করে যৌগিক পন্থায় ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, কোন মানুষ যখন তাঁর শরীর ত্যাগ করতে চান, তখন তিনি গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেন। তাই মনে হয় যে, সতী দক্ষ প্রদত্ত তাঁর দেহ ত্যাগ করার জন্য, তাঁর বসন পরিবর্তন করেছিলেন। দক্ষ ছিলেন সতীর পিতা, তাই দক্ষকে হত্যা করার পরিবর্তে তিনি তাঁর প্রদত্ত শরীর ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলে মনে করেছিলেন। এইভাবে তিনি যৌগিক পন্থায় দক্ষের দেওয়া শরীর ত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন। সতী ছিলেন যোগীশ্রেষ্ঠ যোগেশ্বর শিবের পত্নী। যেহেতু শিব যোগের সমস্ত পন্থা জানতেন, তাই মনে হয় যে, সতীও তা জানতেন। সতী হয় তাঁর পতির কাছ থেকে যোগের পন্থা শিখেছিলেন, অথবা দক্ষের মতো একজন মহান সম্রাটের কন্যা হওয়ার ফলে, তিনি সেই পন্থা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। যোগসিদ্ধির ফলে যোগী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দেহত্যাগ করতে পারেন অথবা জড় তত্ত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। সিদ্ধযোগীরা প্রকৃতির নিয়মে মৃত্যুর অধীন নন; এই প্রকার সিদ্ধযোগীরা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে দেহত্যাগ করতে পারেন। সাধারণত যোগীরা প্রথমে দেহের অভ্যন্তরে বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করেন, এবং তার ফলে আত্মাকে মস্তিষ্কের উপরে নিয়ে আসেন। তার পর দেহ যখন অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত হয়, তখন যোগী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে-কোন স্থানে যেতে পারেন। এই যোগপদ্ধতি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে, এবং তার ফলে আধুনিক যুগে শরীরের কোষগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে তথাকথিত যোগপদ্ধতি, তার থেকে এই যোগপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃত যোগপদ্ধতিতে এক লোক থেকে আর এক লোকে অথবা এক দেহ থেকে আর এক দেহে আত্মার দেহান্তরিত হওয়ার পন্থা স্বীকার করা হয়; এবং এই ঘটনা থেকে মনে হয় যে, সতী অন্য শরীরে অথবা লোকে তাঁর আত্মাকে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

কৃত্বা সমানাবনিলৌ জিতাসনা
সৌদানমুত্থাপ্য চ নাভিচক্রতঃ ।
শনৈর্হৃদি স্থাপ্য ধিয়োরসি স্থিতং
কণ্ঠাদ্ ভ্রুবোর্মধ্যমনিন্দিতানয়ৎ ॥ ২৫ ॥

কৃত্বা—স্থাপন করে; **সমানৌ**—সাম্যাবস্থায়; **অনিলৌ**—প্রাণ এবং অপান বায়ু; **জিত-আসনা**—উপবেশনের পন্থা নিয়ন্ত্রণ করে; **সা**—সতী; **উদানম্**—উদান বায়ু; **উত্থাপ্য**—উত্তোলন করে; **চ**—এবং; **নাভি-চক্রতঃ**—নাভিচক্রের; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **স্থাপ্য**—স্থাপন করে; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **উরসি**—ফুসফুস মার্গের প্রতি; **স্থিতম্**—স্থাপন করে; **কণ্ঠাৎ**—কণ্ঠ থেকে; **ভ্রুবোঃ**—ভ্রূর; **মধ্যম্**—মধ্যে; **অনিন্দিতা**—নিষ্কলঙ্ক (সতী); **আনয়ৎ**—আনয়ন করেছিলেন।

অনুবাদ

প্রথমে তিনি নির্দিষ্ট রীতি অনুসারে আসনে উপবেশন করেছিলেন, এবং তার পর তিনি প্রাণ বায়ুকে ঊর্ধ্বগামী করে নাভিচক্রে সাম্যাবস্থায় স্থাপন করেছিলেন। তার পর তিনি বুদ্ধি সহ প্রাণ বায়ুকে হৃদয়ে, এবং তার পর ধীরে ধীরে ফুসফুস মার্গ থেকে ভ্রূযুগলের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যৌগিক পন্থা হচ্ছে দেহের ভিতর *ষট্-চক্রে* বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করা। বায়ুকে উদর থেকে নাভিতে, নাভি থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে কণ্ঠে, কণ্ঠ থেকে দুই ভ্রূর মধ্যে, এবং ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে মস্তিষ্কের শীর্ষভাগে উত্তোলন করা হয়। এটি হচ্ছে যোগ অভ্যাসের মূল কথা। প্রকৃত যোগ অভ্যাস করার পূর্বে যোগীকে আসনের অভ্যাস করতে হয়, কারণ তা প্রাণায়ামের দ্বারা ঊর্ধ্ব এবং নিম্নগামী বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এটি একটি মহান পদ্ধতি যা যোগের চরম সিদ্ধি লাভের জন্য অভ্যাস করতে হয়, কিন্তু এই প্রকার অভ্যাস এই যুগের জন্য নয়। এই যুগে কেউই এই প্রকার যোগের সিদ্ধি লাভ করতে পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ আসন করার অভ্যাস করে, যা হচ্ছে এক প্রকার শারীরিক ব্যায়াম। এই প্রকার ব্যায়ামের দ্বারা ভালভাবে রক্ত সঞ্চালন হতে পারে এবং শরীর সুস্থ

থাকতে পারে, কিন্তু কেউ যদি এই ব্যায়াম পর্যন্তই যোগ অভ্যাস সীমিত রাখে, তা হলে সে কখনই যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারবে না। *কেশব-শ্রুতিতে* যোগের পন্থা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, প্রাণশক্তিকে ইচ্ছা অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং এক দেহ থেকে আর এক দেহে অথবা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে স্থানান্তরিত করা যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, দেহকে সুস্থ রাখাই যোগ অভ্যাসের উদ্দেশ্য নয়। অধ্যাত্ম উপলব্ধির যে-কোন দিব্য প্রক্রিয়া আপনা থেকে শরীরকে সুস্থ রাখে, কারণ আত্মাই সর্বদা দেহকে সুস্থ রাখে। যে মুহূর্তে আত্মা দেহ থেকে চলে যায়, তৎক্ষণাৎ জড় দেহটি পচতে শুরু করে। যে-কোন আধ্যাত্মিক পন্থা অন্য কোন রকম প্রয়াস ব্যতীতই দেহকে সুস্থ রাখে। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন যে, যোগ অভ্যাসের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহকে সুস্থ রাখা, তা হলে তিনি ভুল করছেন। যোগের প্রকৃত সিদ্ধি হচ্ছে আত্মাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করা। কোন কোন যোগী আত্মাকে উচ্চতর লোকে উন্নীত করার চেষ্টা করেন, যেখানে জীবনের মান এই লোক থেকে ভিন্ন এবং যেখানে জড়-জাগতিক সুবিধা, আয়ু এবং আত্ম-উপলব্ধির অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি অধিক, এবং অন্য যোগীরা চিৎ-জগতে বৈকুণ্ঠ লোকে তাঁদের আত্মাকে উন্নীত করার চেষ্টা করেন। ভক্তিযোগের পন্থা সরাসরিভাবে আত্মাকে চিন্ময় লোকে উন্নীত করে, যেখানে জীবন নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময়; তাই ভক্তিযোগকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগপদ্ধতি বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ২৬

এবং স্বদেহং মহতাং মহীয়সা
মুহুঃ সমারোপিতমঙ্কমাদরাৎ ।
জিহাসতী দক্ষরুষা মনস্বিনী
দধার গাত্রেষুনিলাগ্নিধারণাম্ ॥ ২৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ব-দেহম্**—তাঁর দেহ; **মহতাম্**—মহাত্মাদের; **মহীয়সা**—পরম পূজ্য; **মুহুঃ**—বার বার; **সমারোপিতম্**—উপবিষ্ট; **অঙ্কম্**—কোলে; **আদরাৎ**—শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে; **জিহাসতী**—ত্যাগ করার বাসনায়; **দক্ষ-রুষা**—দক্ষের প্রতি ক্রোধের ফলে; **মনস্বিনী**—স্বেচ্ছায়; **দধার**—স্থাপন করেছিলেন; **গাত্রেষু**—শরীরের অঙ্গে; **অনিল-অগ্নি-ধারণাম্**—অগ্নি এবং বায়ুর ধ্যান করে।

অনুবাদ

মহর্ষি এবং মহাত্মাদের পূজ্যতম শিব যে দেহ অত্যন্ত আদর এবং প্রীতি সহকারে তাঁর কোলে স্থাপন করতেন, তাঁর পিতা দক্ষের প্রতি ক্রোধবশত সেই দেহ ত্যাগ করার জন্য সতী তাঁর দেহের ভিতর অগ্নিময় বায়ুর ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে শিবকে সমস্ত মহাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও সতীর দেহের জন্ম হয়েছিল দক্ষ থেকে, কিন্তু শিব তাঁকে আদর করে তাঁর কোলে স্থাপন করতেন। সেটি শ্রদ্ধার একটি মহান প্রতীক বলে বিবেচনা করা হয়। এইভাবে সতীর দেহ সাধারণ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও দক্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে, সেই দেহটি তাঁর দুঃখের কারণ হয়েছিল বলে সতী তা ত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন। সতীর এই কঠোর দৃষ্টান্তটি অনুসরণ করা উচিত। মহাত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিদের সঙ্গ করার ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। তাই, বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নাস্তিক এবং অভক্তদের সঙ্গ থেকে সর্বদাই দূরে থাকা উচিত, এবং ভক্তদের সঙ্গ করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে আত্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বহু স্থানে এই নির্দেশটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে মহাত্মাদের সঙ্গ করতে হবে; আর কেউ যদি জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চান, তা হলে তিনি বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ করতে পারেন। জড়-জাগতিক জীবন যৌন জীবনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই বৈদিক শাস্ত্রে স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকে নিন্দা করা হয়েছে, কারণ এই প্রকার সঙ্গ প্রভাবে পারমার্থিক প্রগতি ব্যাহত হয়। কিন্তু, মহাপুরুষের সঙ্গ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত মহাত্মার সঙ্গ প্রভাবে মানুষ চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে। সতীদেবী দক্ষের শরীর থেকে জাত তাঁর দেহটি ত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন, এবং তিনি চেয়েছিলেন অন্য আর একটি শরীরে দেহান্তরিত হতে, যাতে তিনি সম্পূর্ণ নির্মলভাবে শিবের সঙ্গে সঙ্গ করতে পারেন। নিঃসন্দেহে বোঝা গিয়েছিল যে, পরবর্তী জীবনে তিনি হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করবেন এবং পুনরায় শিবকে তাঁর পতিরূপে বরণ করবেন। সতী এবং শিবের সম্পর্ক নিত্য; দেহের পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁদের সম্পর্ক কখনও ছিন্ন হয় না।

শ্লোক ২৭

ততঃ স্বভর্তুশ্চরণাম্বুজাসবং
জগদ্‌গুরোশ্চিন্তয়তী ন চাপরম্ ।
দদর্শ দেহো হতকল্মষঃ সতী
সদ্যঃ প্রজজ্বাল সমাধিজাগ্নিনা ॥ ২৭ ॥

ততঃ—সেখানে; **স্ব-ভর্তুঃ**—তাঁর পতির; **চরণ-অম্বুজ-আসবম্**—শ্রীপাদপদ্মের অমৃতের; **জগৎ-গুরোঃ**—সমগ্র বিশ্বের গুরু; **চিন্তয়তী**—ধ্যান করে; **ন**—না; **চ**—এবং; **অপরম্**—অন্য (তাঁর পতি ব্যতীত); **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **দেহঃ**—শরীর; **হত-কল্মষঃ**—পাপমুক্ত; **সতী**—সতী; **সদ্যঃ**—শীঘ্র; **প্রজজ্বাল**—প্রজ্বলিত; **সমাধি-জ-অগ্নিনা**—সমাধিজাত অগ্নির দ্বারা।

অনুবাদ

সতী তাঁর চেতনাকে একাগ্রীভূত করে তাঁর পতি জগদ্‌গুরু শিবের পবিত্র চরণ-কমলের ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সমস্ত অনর্থ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, এবং অগ্নিময় তত্ত্বের ধ্যান করে প্রজ্বলিত অগ্নিতে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সতী তৎক্ষণাৎ তাঁর পতি শিবের চরণ-কমলের ধ্যান করেছিলেন, এবং শিব হচ্ছেন জড় জগতের কার্যকলাপ পরিচালনার অধ্যক্ষ তিনজন গুণাবতারের অন্যতম। কেবল তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার মাধ্যমে সতী এমন আনন্দ অনুভব করেছিলেন যে, তিনি তাঁর শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুর কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এই আনন্দ নিশ্চিতভাবে ভৌতিক ছিল, কারণ তিনি অন্য আর একটি জড় শরীর লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সেই শরীরটি ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু এই দৃষ্টান্তটি থেকে আমরা বুঝতে পারি, কিভাবে ভগবদ্ভক্ত পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু বা কৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মনকে একাগ্র করার ফলে আনন্দ উপভোগ করেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে এমনই দিব্য আনন্দ রয়েছে যে, তার ফলে ভগবানের চিন্ময় রূপ ব্যতীত অন্য আর কোন কিছুর কথাই তখন আর মনে থাকে না। সেটিই হচ্ছে যোগ সমাধির সিদ্ধি। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই প্রকার ধ্যানের দ্বারা সতী তাঁর সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। সেই কলুষটি কি? সেই কলুষটি ছিল দক্ষ থেকে প্রাপ্ত দেহটিতে আত্মবুদ্ধি, কিন্তু সমাধিমগ্ন হয়ে তিনি সেই দৈহিক সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। তার মর্মার্থ হচ্ছে যে, কেউ যখন এই জড়

জগতে দেহের সমস্ত সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাসত্বে অধিষ্ঠিত হন, তখন দিব্য আনন্দের প্রজ্বলিত অগ্নিতে জড় আসক্তিজনিত সমস্ত কলুষ দগ্ধ হয়ে যায়। বাহ্যিকভাবে এই প্রজ্বলিত অগ্নি প্রকাশ করার প্রয়োজন হয় না, কারণ কেউ যদি এই জড় জগতে তাঁর দেহের সমস্ত সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হয়ে, তাঁর চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন, কথিত হয় যে, তিনি তখন যোগসমাধি বা দিব্য আনন্দের প্রজ্বলিত অগ্নিতে তাঁর সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। সেটি হচ্ছে যোগের পরম সিদ্ধি। কেউ যদি এই জড় জগতে তার দৈহিক সম্পর্ক বজায় রাখে এবং সেই সঙ্গে একজন মহাযোগী হওয়ার অভিনয় করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে যোগী নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৪/১৫) বর্ণিত হয়েছে, *যৎ-কীর্তনং যৎ-স্মরণম্* । পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম-কীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের স্মরণ, এবং পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে বন্দনা নিবেদন করার মাধ্যমেই কেবল জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়; দিব্য আনন্দরূপ জ্বলন্ত অগ্নিতে তখন জড় দেহের সমস্ত ধারণা দগ্ধীভূত হয়ে যায়। নিমেষের মধ্যে তা সংঘটিত হয়।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, সতীর দেহত্যাগের অর্থ হচ্ছে তিনি তাঁর হৃদয়ে দক্ষের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও মন্তব্য করেছেন যে, সতী যেহেতু হচ্ছেন বহিরঙ্গা শক্তির মূর্তবিগ্রহ, তিনি যখন তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন তখন তিনি চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হননি, পক্ষান্তরে তিনি দক্ষ থেকে প্রাপ্ত দেহটির কেবল পরিবর্তন করেছিলেন। অন্যান্য ভাষ্যকারেরাও বলেছেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর ভাবী মাতা মেনকার গর্ভে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। তিনি দক্ষ থেকে প্রাপ্ত দেহটি পরিত্যাগ করেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অন্য আর একটি উন্নততর শরীরে দেহান্তরিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

তৎপশ্যতাং খে ভুবি চাদ্ভুতং মহদ্
হাহেতি বাদঃ সুমহানজায়ত ।
হন্ত প্রিয়া দৈবতমস্য দেবী
জহাবসূন্ কেন সতী প্রকোপিতা ॥ ২৮ ॥

তৎ—তা; **পশ্যতাম্**—যাঁরা দর্শন করেছিলেন; **খে**—আকাশে; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **চ**—এবং; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **মহৎ**—অত্যন্ত; **হা হা**—হাহাকার; **ইতি**—

এইভাবে; **বাদঃ**—আর্তনাদ; **সু-মহান্**—অতি উচ্চ; **অজায়ত**—হয়েছিল; **হন্ত**—হায়; **প্রিয়া**—প্রিয়তমা; **দৈব-তমস্য**—পূজ্যতম দেবতা (শিব); **দেবী**—সতী; **জহৌ**—ত্যাগ করেছিলেন; **অসূন্**—প্রাণ; **কেন**—দক্ষের দ্বারা; **সতী**—সতী; **প্রকোপিতা**—ক্রুদ্ধা হয়ে।

অনুবাদ

সতী যখন ক্রোধবশে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন, তখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এক সুমহান হা হা রব সমুত্থিত হয়েছিল। সকলেই বলতে লাগলেন—হায়! পূজ্যতম দেবতা শিবের পত্নী সতী কেন এইভাবে দেহত্যাগ করলেন?

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে দেবতারা হাহাকার করেছিলেন, কারণ সতী ছিলেন রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দক্ষের কন্যা এবং সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিবের পত্নী। তিনি কেন এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, যার ফলে এইভাবে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন? যেহেতু তিনি ছিলেন একজন মহান ব্যক্তির কন্যা এবং একজন মহাপুরুষের পত্নী, তাই তাঁর কোন বাসনাই অপূর্ণ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। সেটি অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যে স্থিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করা যায় না। দক্ষ ছিলেন তাঁর পিতা এবং দেবাদিদেব মহাদেব ছিলেন তাঁর পতি, তাই সতীর পক্ষে অপ্রাপ্য কিছুই ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও, কোন না কোন কারণে তিনি অতৃপ্ত ছিলেন। তাই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৬) বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মানুষকে প্রকৃত সন্তোষ লাভ করতে হয় *(যয়াত্মাসুপ্রসীদতি)*, কিন্তু *আত্মা* অর্থাৎ শরীর, মন এবং আত্মা সবই সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয় যখন কেবল পরমতত্ত্বের প্রতি ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়। *স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে* । *অধোক্ষজ* মানে হচ্ছে পরম তত্ত্ব। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁর অনন্য প্রেম বিকশিত করতে পারেন, তাই কেবল পূর্ণ সন্তোষ প্রদান করতে পারে, অন্যথায় এই জড় জগতে অথবা অন্য কোথাও পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

শ্লোক ২৯

অহো অনাত্ম্যং মহদস্য পশ্যত
প্রজাপতের্যস্য চরাচরং প্রজাঃ ।
জহাবসূন্ যদ্বিমতাত্মজা সতী
মনস্বিনী মানমভীক্ষ্ণমর্হতি ॥ ২৯ ॥

অহো—আহা; **অনাত্ম্যম্**—অবহেলা; **মহৎ**—অত্যন্ত; **অস্য**—দক্ষের; **পশ্যত**—দেখ; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতির; **যস্য**—যাঁর; **চর-অচরম্**—সমস্ত জীব; **প্রজাঃ**—সন্তান; **জহৌ**—পরিত্যাগ করেছে; **অসূন্**—তাঁর দেহ; **যৎ**—যার দ্বারা; **বিমতা**—অনাদৃত; **আত্ম-জা**—স্বীয় কন্যা; **সতী**—সতী; **মনস্বিনী**—স্বেচ্ছায়; **মানম্**—সম্মান; **অভীক্ষ্ণম্**—বারংবার; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রজাপতি দক্ষ, যিনি সমস্ত জীবের পালনকর্তা, তিনি তাঁর অতি সাধ্বী এবং মনস্বিনী কন্যা সতীর প্রতি এত অনাদর করেছিলেন যে, তাঁর সেই অবজ্ঞার ফলে তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

তাৎপর্য

এখানে *অনাত্ম্য* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *আত্ম্য* শব্দের অর্থ হচ্ছে 'আত্মার জীবন', অতএব এই শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, যদিও দক্ষকে জীবিত বলে মনে হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মৃত, তা না হলে কিভাবে তিনি তাঁর স্বীয় কন্যা সতীকে অবহেলা করেছিলেন? দক্ষের কর্তব্য ছিল সমস্ত জীবের পালন এবং সুখ-সুবিধার তত্ত্বাবধান করা, কারণ তিনি প্রজাপতির পদে আসীন ছিলেন। যে কন্যাটি সমস্ত সাধ্বী রমণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং একজন মনস্বিনী, এবং তাই তাঁর পিতার কাছ থেকে সব চাইতে বেশি আদর পাওয়ার পাত্রী, কেমন করে তিনি তাঁর সেই কন্যাটিকে অবহেলা করেছিলেন? তাঁর পিতা দক্ষের উপেক্ষার ফলে সতীর মৃত্যু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহান দেবতাদের কাছে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল।

শ্লোক ৩০

সোঽয়ং দুর্মর্ষহৃদয়ো ব্রহ্মধ্রুক্ চ
লোকেঽপকীর্তিং মহতীমবাপ্স্যতি ।
যদঙ্গজাং স্বাং পুরুষদ্বিড়ুদ্যতাং
ন প্রত্যষেধন্মৃতয়েঽপরাধতঃ ॥ ৩০ ॥

সঃ—তিনি; **অয়ম্**—সেই; **দুর্মর্ষ-হৃদয়ঃ**—কঠোর হৃদয়; **ব্রহ্ম-ধ্রুক্**—ব্রাহ্মণ হওয়ার অযোগ্য; **চ**—এবং; **লোকে**—জগতে; **অপকীর্তিম্**—অপযশ; **মহতীম্**—অত্যন্ত; **অবাপ্স্যতি**—প্রাপ্ত হবে; **যৎ-অঙ্গ-জাম্**—তাঁর কন্যা; **স্বাম্**—নিজের; **পুরুষ-দ্বিট্**—শিবের শত্রু; **উদ্যতাম্**—উদ্যত; **ন-প্রত্যষেধৎ**—নিবারণ করেননি; **মৃতয়ে**—মৃত্যুর জন্য; **অপরাধতঃ**—তাঁর অপরাধের ফলে।

অনুবাদ

দক্ষ এতই কঠোর হৃদয় যে, তিনি ব্রাহ্মণ হওয়ার অযোগ্য। তাঁর কন্যাকে দেহত্যাগ থেকে নিবারণ না করার ফলে কন্যার প্রতি অপরাধের জন্য, এবং ভগবান শিবের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ করার ফলে, তাঁর অশেষ অপযশ লাভ হবে।

তাৎপর্য

এখানে দক্ষকে অত্যন্ত কঠোর হৃদয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মণ হওয়ার অযোগ্য। কোন কোন ভাষ্যকার *ব্রহ্ম-ধ্রুক্* শব্দটির অর্থ *ব্রহ্ম-বন্ধু* বলে বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু যার ব্রাহ্মণোচিত গুণ নেই, তাকে বলা হয় *ব্রহ্ম-বন্ধু* । ব্রাহ্মণেরা সাধারণত অত্যন্ত কোমল হৃদয় এবং সহনশীল, কারণ তাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয়কে দমন করার ক্ষমতা রয়েছে। দক্ষ কিন্তু একেবারেই সহিষ্ণু ছিলেন না। তাঁর জামাতা শিব উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান না করার মতো একটি অতি তুচ্ছ কারণে তিনি এত ক্রুদ্ধ এবং কঠোর হৃদয় হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রিয়তম কন্যাকে দেহত্যাগ করতে দেখেও নিবারণ করেননি। শ্বশুর এবং জামাতার বিরোধের মীমাংসা করার জন্য সতী যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, নিমন্ত্রিত না হওয়া সত্ত্বেও সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পিতার গৃহে এসেছিলেন, এবং দক্ষের উচিত ছিল পূর্বের সমস্ত বিরোধ ভুলে গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো। কিন্তু তিনি এতই কঠোর হৃদয় ছিলেন যে, তিনি আর্য বা ব্রাহ্মণ উপাধির অযোগ্য ছিলেন। তাই তাঁর অপযশ আজও ঘোষিত হচ্ছে। দক্ষ মানে 'পটু', এবং শত-সহস্র সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করার ক্ষমতার জন্য তাঁকে এই নাম দেওয়া হয়েছিল। যে সমস্ত মানুষ যৌন জীবনের প্রতি এবং জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা এতই কঠোর হৃদয় হয়ে যায় যে, তাদের সম্মানের অল্প একটু হানিও তারা সহ্য করতে পারে না, সেই জন্য যদি তাদের সন্তানের মৃত্যুও হয়, তাতেও তারা ভ্রূক্ষেপ করে না।

শ্লোক ৩১

বদত্যেবং জনে সত্যা দৃষ্ট্বাসুত্যাগমদ্ভুতম্ ।
দক্ষং তৎপার্ষদা হন্তুমুদতিষ্ঠন্নুদায়ুধাঃ ॥ ৩১ ॥

বদতি—বলছিল; **এবম্**—এইভাবে; **জনে**—মানুষেরা যখন; **সত্যাঃ**—সতীর; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অসু-ত্যাগম্**—মৃত্যু; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **দক্ষম্**—দক্ষ; **তৎ-**

পার্ষদাঃ—শিবের পার্ষদেরা; **হন্তুম্**—হত্যা করার জন্য; **উদতিষ্ঠন্**—উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; **উদায়ুধাঃ**—অস্ত্র উত্তোলন করে।

অনুবাদ

সতীর এই আশ্চর্যজনক স্বেচ্ছা মৃত্যুতে যখন সকলে এইভাবে কথা বলছিলেন, তখন সতীর সঙ্গে শিবের যে-সমস্ত অনুচরেরা এসেছিলেন, তাঁরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দক্ষকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সতীর সঙ্গে যে-সমস্ত পার্ষদেরা এসেছিলেন, তাঁদের কর্তব্য ছিল সমস্ত বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করা, কিন্তু যেহেতু তাঁরা তাঁদের প্রভুর পত্নীকে রক্ষা করতে অসমর্থ হয়েছিলেন, তাই তাঁরা তাঁর জন্য মৃত্যুবরণ করতে মনস্থ করেছিলেন, এবং মৃত্যুবরণ করার পূর্বে তাঁরা দক্ষকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। অনুচরদের কর্তব্য হচ্ছে প্রভুকে রক্ষা করা, এবং তা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে তাঁদের মৃত্যুবরণ করা কর্তব্য।

শ্লোক ৩২

তেষামাপততাং বেগং নিশাম্য ভগবান্ ভৃগুঃ ।
যজ্ঞঘ্নঘ্নেন যজুষা দক্ষিণাগ্নৌ জুহাব হ ॥ ৩২ ॥

তেষাম্—তাঁদের; **আপততাম্**—যারা এগিয়ে আসছিল; **বেগম্**—প্রবল বেগে; **নিশাম্য**—দর্শন করে; **ভগবান্**—সমগ্র ঐশ্বর্যশালী; **ভৃগুঃ**—ভৃগু মুনি; **যজ্ঞ-ঘ্ন-ঘ্নেন**—যজ্ঞ-পণ্ডকারীদের বিনাশ করার জন্য; **যজুষা**—যজুর্বেদীয় মন্ত্রের দ্বারা; **দক্ষিণ-অগ্নৌ**—দক্ষিণ দিকস্থ যজ্ঞাগ্নিতে; **জুহাব**—আহুতি প্রদান করেছিলেন; **হ**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

তাদের প্রবল বেগে আসতে দেখে, ভৃগু মুনি বিপদ আশঙ্কা করে, যজ্ঞ-বিনাশকারীদের অচিরে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ যজুর্বেদীয় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক দক্ষিণ দিকস্থ যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে বৈদিক মন্ত্রের আশ্চর্যজনক শক্তির একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বর্তমান কলিযুগে সুদক্ষ মন্ত্র-উচ্চারণকারী ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না; তাই বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান

এই যুগে নিষিদ্ধ হয়েছে। এই যুগের একমাত্র যজ্ঞ হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনরূপ সংকীর্তন যজ্ঞ, কারণ এই যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য যে সমস্ত বস্তুর আবশ্যকতা হয়, সেইগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, এবং যথাযথভাবে মন্ত্র উচ্চারণে দক্ষ ব্রাহ্মণ পাওয়া তো আরও কঠিন।

শ্লোক ৩৩

অধ্বর্যুণা হূয়মানে দেবা উৎপেতুরোজসা ।
ঋভবো নাম তপসা সোমং প্রাপ্তাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৩ ॥

অধ্বর্যুণা—পুরোহিত ভৃগুর দ্বারা; **হূয়মানে**—আহুতি নিবেদন করা হলে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **উৎপেতুঃ**—প্রকট হয়েছিলেন; **ওজসা**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ঋভবঃ**—ঋভুগণ; **নাম**—নামক; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **সোমম্**—সোম; **প্রাপ্তাঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার।

অনুবাদ

ভৃগু মুনি যখন যজ্ঞে আহুতি দিলেন, তৎক্ষণাৎ ঋভু নামক হাজার হাজার দেবতা প্রকট হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং তাঁরা সোম অর্থাৎ চন্দ্রদেব থেকে তাঁদের শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করার ফলে, ঋভু নামক হাজার হাজার দেবতা প্রকট হয়েছিলেন। ভৃগু মুনির মতো ব্রাহ্মণেরা এত শক্তিশালী ছিলেন যে, তাঁরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা এই প্রকার শক্তিশালী দেবতাদের সৃষ্টি করতে পারতেন। বৈদিক মন্ত্র এখনও সুলভ, কিন্তু সেই মন্ত্র উচ্চারণ করার মতো ব্যক্তি নেই। বৈদিক মন্ত্র বা গায়ত্রী মন্ত্র বা *ঋগ্-মন্ত্র* উচ্চারণের ফলে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায়। এই কলিযুগে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সর্বসিদ্ধি লাভ করা যায়।

শ্লোক ৩৪

তৈরলাতায়ুধৈঃ সর্বে প্রমথাঃ সহগুহ্যকাঃ ।
হন্যমানা দিশো ভেজুরুশদ্ভির্ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩৪ ॥

তৈঃ—তাঁদের দ্বারা; **অলাত-আয়ুধৈঃ**—জ্বলন্ত কাষ্ঠরূপ অস্ত্র সহ; **সর্বে**—সকলে; **প্রমথাঃ**—ভূত; **সহ-গুহ্যকাঃ**—গুহ্যকগণ সহ; **হন্যমানাঃ**—আক্রান্ত হয়ে; **দিশঃ**—বিভিন্ন দিক থেকে; **ভেজুঃ**—পলায়ন করেছিল; **উশদ্ভিঃ**—দেদীপ্যমান; **ব্রহ্ম-তেজসা**—ব্রহ্মতেজের দ্বারা।

অনুবাদ

ঋভু দেবতারা যখন যজ্ঞাগ্নি থেকে জ্বলন্ত সমিধ্ নিয়ে ভূত এবং গুহ্যকদের আক্রমণ করেছিলেন, তখন সতীর সেই সমস্ত অনুচরেরা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেছিলেন। তা সম্ভব হয়েছিল কেবল ব্রহ্মতেজের জন্য।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ব্যবহৃত *ব্রহ্মতেজসা* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণেরা এত শক্তিশালী ছিলেন যে, কেবল ইচ্ছার দ্বারা এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা তাঁরা আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদন করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমান অধঃপতিত যুগে সেই প্রকার ব্রাহ্মণ নেই। *পাঞ্চরাত্রিক* পদ্ধতি অনুসারে, ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে, এই যুগের সমগ্র জনসাধারণ শূদ্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ঙ্গম করার লক্ষণ প্রদর্শন করেন, তা হলে বৈষ্ণব *স্মৃতির* বিধান অনুসারে, তাঁকে একজন সম্ভাব্য ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে এবং সর্বোচ্চ সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য তাঁকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাবদান্য উপহার হচ্ছে যে, এই অধঃপতিত যুগেও কেউ যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পন্থা অবলম্বন করেন, যা আত্ম-উপলব্ধির সমস্ত কার্যকলাপের সিদ্ধি প্রদানে সক্ষম, তা হলে তিনি মানুষ জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'সতীর দেহত্যাগ' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।